রাণী দুর্গাবতী

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত ঃ

প্রথম অভিনয়—শনিবার, ৯ই জানুয়ারী, ১৯৪৩।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম-এ

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

আমার মেজ'দা

স্বর্গগত জিতেন্দ্র নাথ গুপ্তের

পুণ্য-স্মৃতি স্মরণে

প্রথম অভিনয় রজনীর সংগঠন কারীগণ ঃ

সত্ত্বাধিকারী	—	শ্রীসলিল কুমার মিত্র
প্রয়োগ শিল্পী	—	শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্ত
মঞ্চশিল্পী	—	শ্রীপরেশচন্দ্র বসু
সুরশিল্পী	—	শ্রীধীরেন দাস
নৃত্যশিল্পী	—	শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য
মঞ্চতত্ত্বাবধায়ক	—	শ্রীযতীন্দ্র চক্রবর্ত্তী
রূপ সজ্জাকর	—	শ্রীনন্দলাল গাঙ্গুলী
যন্ত্রীসঙ্ঘ	—	শ্রীবিদ্যাভূষণ পাল
		শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য
		শ্রীললিত মোহন বসাক
		শ্রীবসন্ত কুমার গুপ্ত
		শ্রীসুধীর কুমার দাস
		শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ

—চরিত্র রূপায়ণে—

আকবর	—	শ্রীভূপেন চক্রবর্ত্তী
বৈরাম খাঁ	—	শ্রীজয়নারায়ণ মুখার্জ্জি
বজ বাহাদুর	—	শ্রীসিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী
দলপৎশাহ	—	শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র সরকার
বীর নারায়ণ	—	শ্রীমতী আশালতা
ভাওসিংহ	—	শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য
আসফ খা	—	শ্রীবিমল ঘোষ
পীর মহম্মদ	—	শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়
অধর	—	শ্রীসণৎ মুখোপাধ্যায়
কেশর সিং	—	শ্রীমুরারী মুখার্জ্জি
বিক্রমজিৎ	—	শ্রীরবি রায় চৌধুরী
আব্দার রহিম	—	শ্রীমতী গীতা
ইসমাইল খাঁ	—	শ্রীগোষ্ঠ ঘোষাল
আদম খাঁ	—	শ্রীমিহির মুখার্জ্জি

অন্যান্য চরিত্রে—নলিন বাগ, কৃষ্ণদাস, মাখন, শৈলেন, ফণী, অনিল, বঙ্কিম, ব্রজেন, অবিনাশ, আশু ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি।

—*—

রাণী দুর্গাবতী	—	শ্রীমতী অপর্ণা দেবী
রূপমতী	—	শ্রীমতী বীণা দেবী
সেলিমা	—	শ্রীমতী উষা দেবী
মাহুম আঙ্গা	—	শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী (বড়)
গুলনেয়ার	—	শ্রীমতী মুকুল জ্যোতি

সখিসঙ্ঘ—লীলাবতী, পুষ্প, ইরা, রবি, বীণা, নলিনী, মীরা দত্ত, পারুল, মীনা, সরোজিনী, মীরা (২নং), রাধারাণী, স্নেহলতা প্রভৃতি।

চরিত্র পরিচয়

আকবর	...	....	দিল্লীর বাদশা
বৈরাম খাঁন	...	...	ঐ অভিভাবক
আসফ খাঁন পীর মহম্মদ	...	...	ঐ সেনাপতিদ্বয়
আদম খাঁন	...	...	মাহুম আঙ্গার পুত্র
আব্দার রহিম	..	.	বৈরামের পুত্র
দলপৎ শাহ	...	...	গড়মণ্ডলাধিপতি
বীর নারায়ণ	...	...	ঐ পুত্র
ভাওসিং	...	...	ঐ সেনাপতি
অধর	...	...	ঐ সচীব
বজবাহাদুর	...	...	মালবপতি

ইসমাইল খাঁন, তাঞ্জাম বাহকগণ, বিক্রমজিৎ, কেশরসিং, প্রহরী, বান্দা, ইয়ারগণ, ওমরাহগণ।

— x —

রাণী দুর্গাবতী	...	...	দলপৎশাহের পত্নী
রূপমতী	...	...	বজবাহাদুরের পত্নী
গুলনেয়ার	...		ঐ সখী
সেলিমা	...	...	আকবরের ভাবী-পত্নী
মাহুম আঙ্গা	...	...	আকবরের ধাত্রী মাতা

নর্ত্তকীগণ, রাজিয়া ইত্যাদি।

রাণী দুর্গাবতী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আগ্রার প্রাসাদচত্বর। খুসরোজ উৎসব।

(নর্ত্তকীদের নৃত্য গীত)

খুসরোজ খুসরোজ আজকে খুশীর মহরৎ।
বাদশা ফকিরে নেইকো তফাৎ
শাজাদী বাঁদীর মহব্বৎ॥
(খুসরোজ মেলা আজি খুসরোজ মেলা)
আগরার পথে চলে জরদা-পরী
ঝলমল আঁচলের রূপালী জরি।
বাজে সারঙ্গ বাজে সিতার।
গুলবাগে অনুরাগে চামেলি কি নার্গিস
যারে খুসী তারে দিস
খুসরোজে নাই বাদ বিচার।

[প্রস্থান

(পীর মহম্মদ ও আদম খানের প্রবেশ)

আদম। ঐ যাঃ! ওরা যে পালিয়ে গেল! ও পীরমহম্মদ, পীরমহম্মদ, ডাকোনা ওদের!

পীর। পালাচ্ছ কোথায় হিন্দুস্থানী হুরীরা? ছোটা হুজুর আয়া হ্যায়··· সুরু সে লাগাও। বুল বুল, ময়না, পাপিয়া—

(বৈরাম খানের প্রবেশ)

বৈরাম। পীরমহম্মদ !

পীর। বন্দেগী খান খানান্—

আদম। খান খানান্ !

পীর। চুপ, বাদশার অভিভাবক !

বৈরাম। কে তুমি ?

আদম। আমি ? আমায় চেনেন না ? আমি আদম খাঁ ··জালালুদ্দিন মহম্মদ আকবর শাহের ছোট ভাই।

বৈরাম। পীরমহম্মদ !

পীর। বাদশাহের ধাত্রীমাতা মাহুম আঙ্গা এঁর জননী। জৌনপুর অভিযানে খান খানান যখন আগ্রা ত্যাগ করেন—সেই সময়ে এঁরা কাবুল থেকে এখানে এসেছেন।

বৈরাম। মাহুম আঙ্গা আগ্রায় ! আমি তো এ সংবাদ জানতুম না !

আদম। আপনি না জানলেও আমাদের অভ্যর্থনার কোন ত্রুটী হয় নি। শত-জীবি হয়ে থাক ভাই সায়েব আকবর বাদশা !···তার কৃপায় এসে অবধি···হিন্দুস্থানী পোলাও কোর্ম্মা খাচ্ছি···আর বেহেস্তী হুরীদের গান বাজনায় মসগুল হয়ে দিব্যি আরামে দিন কাটাচ্ছি খান খানান।

বৈরাম। সৈনাধ্যক্ষ পীরমহম্মদ কি তা হলে সেই মাননীয়া অতিথি···সম্রাটের ধাত্রীমাতা মাহুম আঙ্গা · আর তাঁর সুযোগ্য পুত্র এই আদম খানের তাঁবেদারী করবার জন্যই এখনও আগ্রায় অবস্থান কর্চ্ছেন ?

পীর। খান খানান্—

বৈরাম। আমার যেন স্মরণ হচ্ছে, তোমায় আদেশ করেছিলাম রাজপুতনার গড়মণ্ডল রাজ্য বিজয়ে আসফখানের সঙ্গে সম্মিলিত হতে !

পীর। গড়মণ্ডল! ওঃ, রাজা দলপৎশা ও রাণী দুর্গাবতী? ··

বৈরাম। হ্যাঁ হাঁ, দলপৎশা দুর্গাবতী!

আদম। ·· কিন্তু বাদশা আকবরের হুকুম—আজকের উৎসবে আমীর ওমরা সবাইকে হাজির থাকতে হবে। উৎসবে যোগ দিতে হবে বলেই তো খাঁ সাহেব—

বৈরাম। উৎসব! কিসের উৎসব?

(আকবর ও মাহুম আঙ্গার প্রবেশ।)

আকবর। খুসরোজ, খুসরোজ; মানুষের শুকনো মুখে একটা দিনের জন্যও হাসি ফোটাতে পারি যদি—তাই আগ্রায় আজ খুসরোজ উৎসব।

বৈরাম। আকবর—

আকবর। চলুন—দেখবেন খান খানান, ওই মুক্ত চত্বরে···মাথার ওপরে ঝলমল কর্চ্ছে আসমানী আলোর নীল চাঁদোয়া, নীচে মাটীতে সার বেঁধে বসে গেছে ইরানী, তুরানী, হিন্দুস্থান মুলুকের শত শত চাঁদের হাট! চলুন, দেখবেন আমার খুসরোজ।

বৈরাম। আকবর, আমার প্রয়োজন আছে—

(প্রস্থানোদ্যত)

মাহুম। চলে যাচ্ছেন খান খানান?

আকবর। ঐ যা! পরিচয় করিয়ে দিতে এলুম তাই ভুলে যাচ্ছি। (খানখানানকে) মাহুম আঙ্গা, আমার ধাত্রী মাতা—

বৈরাম। জানি—

আকবর। (মাহুম আঙ্গাকে) আমার অভিভাবক—আমার পিতৃসিংহাসন পুনরধিকার করতে সক্ষম হয়েছি যাঁর অমিত-বিক্রমে—সেই পানীপথ-বিজয়ী মহাবীর বৈরাম খাঁ—

মাহুম। আমি বুঝতে পেরেছি।

আকবর। ওঃ, খান খানান বললেন 'জানি', আর আঙ্গা বললেন 'বুঝতে পেরেছি' · তবে আমিই শুধু বোকার মত বকে মরছি কেন? চলে এসো ভাই সায়েব আদম খান, আমরা যাই আমাদের খুস্‌রোজে—

বৈরাম। না, খুসরোজে যেও না আকবর—

আকবর। যাবো না!

বৈরাম। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি শুনছ পীর মহম্মদ। যাও, গড়মণ্ডল অভিযানে আসফ খানের পার্শ্ব রক্ষা করগে।

মাহুম। দাঁড়াও পীর মহম্মদ! খান খানান, আমি আগ্রায় পৌছে দেখলুম, বাদশা গৃহ-শত্রু বেষ্টিত; বিশেষতঃ রাজধানীতে উজবেগী বিদ্রোহের সম্ভাবনা। সেই দুর্দ্দান্ত গৃহ-শত্রু নাশ না করে, গড়মণ্ডলে বহিঃ আক্রমণের বর্ত্তমানে বিশেষ প্রয়োজন আছে কি খান খানান!

বৈরাম। মাহুম আঙ্গা বাদশাহের অন্তঃপুরের শৃঙ্খলা বিধান ও খানাপিনার তদারক কল্লেই আমরা সন্তুষ্ট হব। অন্তঃপুরের বহিঃসীমায় বিরাট হিন্দুস্থান সাম্রাজ্যের কোথায় কি প্রয়োজন কিম্বা অপ্রয়োজন তা দেখবার ভার নারীর ওপরে নয়—পুরুষের ওপরে—এবং সে পুরুষ পানীপথ বিজয়ী বৈরাম খাঁ।

আকবর। খান খানান,—মাহুম আঙ্গা আমার ধাত্রীমাতা··· তাঁর মর্য্যাদা রেখে কথা কইবেন!

বৈরাম। পীর মহম্মদ! (পীর মহম্মদ গমনোদ্যত) হ্যাঁ, ওই খুসরোজ উৎসব··· আমার আদেশ জানাও ওদের···উৎসব বন্ধ হবে।

আকবর। না না···খুসরোজ বন্ধ হবে না—

বৈরাম। আকবর!

আকবর। আপনি পীর মহম্মদকে গড়মণ্ডল যুদ্ধে প্রেরণ করুন···বাধা দেবেনা ···কিন্তু এই খুস্‌রোজ উৎসব··· এযে আমার ধাত্রীমাতার সম্মাননায় ! এ উৎসবে হস্তক্ষেপ করবেন না খান খানান। খুসরোজ বন্ধ হবে না, খুসরোজ বন্ধ হতে পারে না।

বৈরাম। বেশ, তা যদি হয়···এই মুহূর্ত্তে স্থির করে নাও আকবর, কাকে তুমি চাও: তোমার ধাত্রীমাতা মাহুম আঙ্গা···কিম্বা যে তোমার পিতামহ বাবর শাকে সাহায্য করেছে, তোমার পিতা রাজ্যচ্যুত হুমায়ূনকে পথের ধুলো থেকে তুলে এনে বসিয়েছে দিল্লীর মসনদে··· অনাথ বালক তুমি··· পানিপথ যুদ্ধে তোমায় দিয়েছে যে জয়ের গৌরব টীকা ···সেই বৈরাম খাঁকে! কাকে চাও তুমি আকবর ?

আকবর। আমি আপনার অবাধ্য হয়ে অন্যায় করেছি খান খানান···আমায়··· আমায় ক্ষমা করুন। যাও পীর মহম্মদ, খুসরোজ বন্ধ হোক···বন্ধ হোক।

[পীর মহম্মদের প্রস্থান। বৈরামের অপর দিকে প্রস্থান,

মাহুম। উৎসব বন্ধ হোল !

আকবর। আঙ্গা, আমি নিরুপায় ; বৈরাম খাঁর আদেশ।

আদম। বৈরাম খাঁ··· বৈরাম খাঁ! এতখানি বশীভূত করেছে তোমায় ওই বৈরাম খাঁ! হিন্দুস্থানের মসনদে বসে আছ তুমি ওই বৈরামের ক্রীড়া-পুত্তলীরূপে ?

মাহুম। আকবর—

আকবর। আঙ্গা—

মাহুম। না, এ হতে পারে না ; মাহুম আঙ্গা যখন এসে পড়েছে তখন বৈরামের এ আধিপত্য কিছুতে সে সহ্য করবে না। আমি একবার বৈরামকে দেখে নেব।

আকবর। আম্মা, আমার জন্যে তুমি বৈরাম খাঁর সঙ্গে কলহ কোরো না।

মাহুম। ভয় নেই আকবর, কলহ নয় ·আমি যাচ্ছি বৈরামের সঙ্গে সন্ধি করতে।

[প্রস্থান

আদম। ভাই সায়েব, তুমি চিন্তা কোরোনা। আমার মা এসে যখন সব ভার বুঝে নিয়েছেন তখন সাধ্যি কি ঐ বৈরাম খানের যে টঁ্যা ফোঁ করবে। খাঁ সাহেবকে এবার নাকানি চোবানি খেতে হবে।

আকবর। আদম খাঁ! খান খানান আমার অভিভাবক, পিতৃতুল্য, তাঁকে যথা যোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে বিস্মৃত হোয়ো না।

আদম। আর আমার মা? মা আমার হিন্দুস্থানে এসে অপদস্থ হবেন এই কি তুমি চাও?

আকবর। মা শুধু তোমার একার নয় আদম খান, তিনি আমারও মা।

আদম। কিন্তু তুমি একটু শক্ত না হলে···মাকে আমার পদে পদে অপমানিতা হতে হবে ঐ বৈরাম খানের কাছে।

আকবর। শত বৈরাম খানের সাধ্য নেই আকবরের ধাত্রী জননীকে অপমানিতা করে।

আদম। অপমান করবে না? তুমি ভাবছ অপমান কর্ব্বেনা? তার যেরূপ আস্পর্দ্ধার কথা শুনলুম—

আকবর। ভাই সাহেব—

আদম। কেন, তুমিই তো আমায় বলেছ···হিন্দুস্থানের বাদশাহ হয়েও আজ তোমার কোন স্বাধীনতা নেই। এমন কি সেলিমা-বানুকে পর্য্যন্ত সে আগ্রায় আসতে দেয়নি।

আকবর। সেলিমা! সেলিমা!·· খান খানান বলেন—এখনো আমায় মানুষ হবার শিক্ষা নিতে হবে। যতদিন আমি শিক্ষার্থী·· ততদিন

আমার জীবনে কোন নারীর ছায়াপাত হতে পারবে না !·· তাই তিনি সেলিমাকে আগ্রায় আন্‌তে দেন নি !

আদম। ভাই সায়েব—

আকবর। বৈরাম খাঁ কোন দিন সেলিমাকে দেখেন নি ; বাল্যে, কৈশোরে আমি দেখেছিলুম আফগানীস্থানের নীলাভ্র পর্ব্বত উপত্যকায় সেই অপূর্ব্ব রহস্যময়ীকে ! দেখতেন যদি বৈরাম একটীবারও সেই কল্যাণময়ীকে তাহলে বুঝতেন · সেলিমা আকবরের জীবনের পথে বাধা নয়· সেলিমা রৌদ্র-দগ্ধ হিন্দুস্থানে নিয়ে আসছে কাবুলের দ্রাক্ষা-কুঞ্জ ছায়া !

আদম। শাসন কর ভাই সায়েব, বৈরামকে শাসন করো ! প্রভুত্ব গৌরব নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও, জোর করে নিয়ে এসো সেলিমাকে হিন্দুস্থানে।

আকবর। বিদ্রোহ !

আদম। হ্যাঁ, ভেঙ্গে দাও বৈরামের প্রভুত্ব গর্ব্ব···চূর্ণ করো তার সমস্ত ঔদ্ধত্য·· তুমি সম্রাট···তোমায় হতে হবে নির্মম শাসক !

আকবর। দিগ্বিজয়ী তৈমুরখানের রক্ত আমার ধমনীতে···বিশ্বত্রাস চেঙ্গিস-খানের জীঘাংসা মিশে রয়েছে আমার বংশ ধারায় ! জানো আদম খাঁ, আমি সেই বিশ্বধ্বংশী-শক্তির উত্তরাধিকারী · যার ছায়াপাতে ·· জগতের বুকে জেগে ওঠে রক্ত স্রোত, আর্ত্তনাদ, মহামারী, লক্ষ-কোটী ছিন্ন নরমুণ্ডের আকাশ-স্পর্শী মিনার ! বৈরামের স্বেচ্ছাচার ! হীন স্বার্থান্বেষীদের ষড়যন্ত্র !···আহত আক্রোশে ছুটে যাই যখনি তাইমুর চেঙ্গিসের রক্তাপ্লুত খঞ্জর গ্রহণ করতে—কী আশ্চর্য্য আদম খাঁ,···আমি যেন শুনতে পাই, ভারতের অটবী-প্রান্তর হতে ভেসে আসছে—গৌতম বুদ্ধের অহিংসার বাণী !···

অতীতের ছায়াচ্ছন্ন যবনিকা পারে ভারতের আত্মার মন্ত্র—শান্তি—শান্তি। আমি আর তরবারি গ্রহণ কর্ত্তে পারি না !

আদম। ভাই সায়েব ! দেখুন, হঠাৎ কি ভীষণ ঝড় জল ঘনিয়ে এলো, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে…ওই কোথায় যেন বাজ পড়ল ! ওঃ একি প্রলয়ঙ্কর তুফান !

আকবর। তুফান নয়—তুফান নয় ! কবর ভেঙ্গে জেগে উঠেছে তাইমুর চেঙ্গিসের বিদ্রোহী আত্মা ! ওই—ওই তারা আমায় ডাকে ! আমি যাই—আমি যাই—

আদম। সর্ব্বনাশ। এ প্রলয়ের মধ্যে কোথায় যাবে ভাই সায়েব !

আকবর। প্রলয়ের মাঝে নেমে দেখবো—শুনতে পাই কিনা—ওর পরপারে বুদ্ধের অমৃত বাণী ! মৃত্যুর পশ্চাতে জাগে কিনা—বেহেস্তের ভাস্বর জ্যোতি ! কে আছ··দামামা বাজাও··আমার ইরাকী ঘোড়া সাজাও—হায়বেণ—হায়বেণ—

[প্রস্থান

আদম। ভাই সায়েব—ভাই সায়েব—শোনো—শোনো-

(অনুসরণ)

(মাহুম আঙ্গা ও বৈরামের প্রবেশ)

মাহুম। আসুন খান খানান—আমরা সন্ধি করি—

বৈরাম। সন্ধি !—

মাহুম। আমরা উভয়েই আকবরের হিতার্থী, উভয়েরই ইচ্ছা তার কল্যাণ সাধন ; তখন আমাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকা উচিৎ নয়।

বৈরাম। না—উচিৎ নয় ! কিন্তু·· ওঃ·· এই ঝড়—এই প্রলয়ের ঝড় ! মাহুম আঙ্গা, কি হবে !

মাহুম। কিসের ভয় খান খানান !

বৈরাম। আমার বেগম খুসরোজ উৎসবে গেছেন; আমি অসময়ে উৎসব বন্ধ করিয়েছি—অকস্মাৎ উঠল এই ঝড়! পথের মধ্যে যদি কোনো বিপদ ঘটে—যদি কোন বিপদ ঘটে!

মাহুম। ওকি—কিসের কোলাহল—

(নেপথ্যে—নিয়ে এসো—নিয়ে এসো—এই দিকে নিয়ে এসো, এইদিকে নিয়ে এসো—)

বৈরাম। বেগমের তাঞ্জাম—বেগমের তাঞ্জাম! (তাঞ্জাম লইয়া তাঞ্জাম-বাহীদের প্রবেশ) একি! একো—বেগম নয়! কে ··কে এ রমণী—

তাঞ্জাম বাহক। ইনি তুফানে ভাঙ্গা পাচীলের নীচে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছিলেন; তাই এঁকে—

বৈরাম। কিন্তু বেগম—বেগম কোথায়!

তা-বাহক। দারুণ তুফানে আশ্রয় লাভের আশায় বেগম সাহেবা তাঞ্জাম ছেড়ে নেমে যাচ্ছিলেন পথি পার্শ্বের এক গৃহ প্রকোষ্ঠে!···কিন্তু—

বৈরাম। কিন্তু—

তা-বাহক। সে গৃহ তুফানে ভেঙ্গে গেল, ধ্বংশস্তূপ মধ্য হতে বেগমের শবদেহ আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

বৈরাম। ওঃ!—

(বালক আব্দার রহিমের প্রবেশ)

আব্দার। মা—মা—আমার মা কোথায়—আমার মা কোথায়—

বৈরাম আব্দার রহিম! হতভাগ্য সন্তান আমার!

আব্দার। কেন কাঁদছ বাবা,—তুমি কাঁদছ কেন! তবে কি—মা···(এদিক ওদিক চাহিয়া তাঞ্জাম দেখিল) ওই যে! ওই তো মা ঘুমিয়ে··· মা—মাগো—

বৈরাম। ওরে, না—না—

মাহুম। হ্যাঁ আব্দার রহিম, ওই তোমার মা! যাও, তাঞ্জাম খান খানানের হারেমে নিয়ে যাও।

(তাঞ্জাম বাহকগণের তথা করণ)

বৈরাম। মাহুম আঙ্গা—

মাহুম। দ্বিরুক্তি করবেন না খান খানান, এই দুগ্ধ-পোষ্য শিশুকে মাতৃ শোক ভুলতে দিন। যান…আব্দাব রহিমকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যান্।

[বৈরাম সহ আব্দাব রহিমের প্রস্থান

(আদম খাঁর প্রবেশ)

আদম। ওঃ… আকবরকে কিছুতে ধরতে পারলুম না—ইরাকী ঘোড়ায় চেপে ছুটলো প্রলয়ের মধ্যে বেহস্তের আলো দেখতে।

মাহুম। প্রলয়ের মধ্যে বেহস্তের আলো! ঠিক বলেছ পুত্র,—আজ আমিও দেখতে পাচ্ছি—প্রলয়ের মধ্যে বেহস্তের আলো!

দ্বিতীয় দৃশ্য

গড়মণ্ডল প্রাসাদের একাংশ।

(ভাওসিং ও বণিকবেশী আসফ খানের প্রবেশ)

ভাও। কেমন ভাই সায়েব, লাভটাভ হ'ল কিছু?

আসফ। তা এক রকম হোল—আবার এক রকম হোলো না।

ভাও। মানে?

আসফ। মানে, বণিকের বেশে গড়মণ্ডল দুর্গ প্রাকার সবই ঘুরে দেখলুম—কিন্তু বড় পাকা গাঁথুনী—ফাঁক দেখলুম না কোথাও! আর

বিকি কিনি? টুক্‌রো টাক্‌রা মণি মুক্তো বিক্রি হ'ল বটে—কিন্তু আসল মাল কেউ নিলে না—তাই তেমন সুবিধেও হল না।

ভাও। সে আসল মালটী কি?

আসফ। আপনাব মত বিবেচক লোককে এও বলে দিতে হবে? সে আসল মাল—দিল্লীব বাদশাহেব সঙ্গে দোস্তী।

ভাও। বাদশাহের সঙ্গে দোস্তী!

আসফ। মণি মুক্তো বেচে যা পেয়েছি এখানে · তার সব—নগদ পাঁচশ মোহর—এই ধরুন ভাওসিং, সব দিলুম আপনাকে। দরকার হয় পবে আবও পাবেন—পরিবর্ত্তে দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে দোস্তী করুন।

ভাও। আসফ খান—

আসফ। চুপ্—আসফ খান নই—আমি রত্ন বণিক জয়মল শ্রেষ্ঠী!

ভাও। ওঃ হ্যা, আমি ভুলে গিয়েছিলাম—জয়মল শ্রেষ্ঠী—

আসফ। আপনার আমন্ত্রণ এবং সাহায্য বল না পেলে···এই সুরক্ষিত গড়মণ্ডল দুর্গে প্রবেশ করা আমার সাধ্য হ'তো না। আপনার বিশ্বস্ততায় অগাধ ভরসা আছে বলেই—এই শত্রু দুর্গে কোন গুপ্তচর না পাঠিয়ে—মোগল সেনাপতি আমি স্বয়ং এসেছি ছদ্মবেশ নিয়ে। গড়মণ্ডল বিজয়ে আপনি আমাদের সহায়তা করুন সেনাপতি ভাওসিং!

ভাও। সহায়তা করব বলেই তো আমন্ত্রণ করে এনেছি খাঁ সাহেব। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কতদূর যে কি করে উঠতে পারব তাই ভাবছি!

আসফ। ভাওসিং—ভয় কাকে?

ভাও। কাকে নয় বলুন! বিরাট রণকৌশলী এই গড়মণ্ডল পতি দলপৎ শাহ·· অস্ত্রের অব্যর্থ সন্ধানে রাজপুতনায় সর্ব্বজন-পরিচিতা আমাদের রাণী দুর্গাবতী···আর পিতামাতার রণদক্ষতায় উপযুক্ত

উত্তরাধিকার পেয়েছে তাদের কিশোর পুত্র কুমার বীর নারায়ণ! এই তিন শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে—

আসফ। চুপ্, কারা আস্ছে!

ভাও। সর্ব্বনাশ, রাজা দলপৎশাহ! সবে যান—

আসফ। মনে রাখবেন কিন্তু, গড়মণ্ডল যদি জয় করতে পারি, বাদশাহকে বলে, এ রাজ্যের শাসনভার দেব আপনাকে।

ভাও। দেখবেন শেষ পর্য্যন্ত মনে থাকবে?

আসফ। নিশ্চয়!

ভাও। আচ্ছা তাহলে যাও বণিক, আমাদের সৈন্যদের শিরস্ত্রাণগুলো যেন ঠিক সময়ে পৌছয়।

আসফ। যো হুকুম সেনাপতি—শিরস্ত্রাণ—গড়মণ্ডলের শিরস্ত্রাণ!

[উভয়ের প্রস্থান

(অপর দিক হইতে রাজা দলপৎ শাহ ও রাণী দুর্গাবতীর প্রবেশ)

দুর্গা। মালবের রাণী রূপমতী!

দলপৎ। হ্যাঁ, মালবের রাণী রূপমতী দিয়েছে ঐ পত্র।

দুর্গা। কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পার্চ্ছি না মহারাজ, পত্রে সে আপনাকে ভাই বলে সম্বোধন করেছে, আপনার ধর্ম্ম বহিন রূপে আপনাকে সে রাখী পরিয়ে দিতে চায়; কিন্তু এ সমস্ত কথা সে তার স্বামীর নিকটে গোপন রেখেছে কেন? আপনাকে নিভৃতে সাক্ষাৎ করতে লিখেছে·· সারঙ্গপুরের উপবন সীমায়···এর অর্থ!

দল। তার স্বামী বজবাহাদুর গড়মণ্ডল আক্রমণ কর্ব্বার আয়োজন কর্চ্ছে; তাই রাণী চায় আমাদের সঙ্গে গোপনে মৈত্রী স্থাপন করে যুদ্ধায়োজন

দুর্গা। একদিকে মোগল সম্রাট · একদিকে বজবাহাদুর! কিন্তু বজবাহাদুর তো শুনেছি বিলাসপ্রিয়, সুরাপায়ী·· অকস্মাৎ তার এ যুদ্ধায়োজনের হেতু?

দল হেতু আছে মহারাণী, তোমায় বলতে ভুলে গিয়েছিলুম! একদিন আমি মৃগয়ার জন্য চলেছি দূর বনান্তরে, বজবাহাদুরও এসেছিল সেই বনে শিকার করতে। আমার বাণে নিহত হ'ল যে মৃগ বজবাহাদুর এসে দাবী করল তাকে—

দুর্গা তারপর?

দল। আমি দিলুম না। সে আমায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান কর্ল্ল! রমণীপ্রিয় বিলাসী যুবক! সঙ্গে ছিল তার একদল রূপসী বিলাসিনা! আমার তরবারীর একটা আঘাতে বজবাহাদুরের অস্ত্র পড়ে গেল মাটাতে—আমি ফিরে এলুম তরবারী তার হাতে তুলে দিয়ে; পিছনে শুনলুম বিলাসিনীদের হাসির কলরোল! সেই অপমান · বিশেষতঃ সুন্দরী বিলাসিনীদের সামনে সেই ব্যর্থতার অপমান তার বুকে বিঁধে রয়েছে কাঁটার মত। তাই সে আজ চায় গড়মণ্ডল আক্রমণ করে সেদিনকার অপমানের প্রতিশোধ নিতে।

দুর্গা। মহারাজ!

দল আমি এখন ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পার্চ্ছিনা রাণী, যে রূপমতীর এ আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ কর্ব্ব কি না!

দুর্গা এতে ভাব্‌বার কি আছে মহারাজ! রাজপুত বীর রাখীবন্ধনের নিমন্ত্রণ তো কখনো প্রত্যাখ্যান করে না!

দল। সত্য! কিন্তু মোগলসম্রাটের সেনাবাহিনী গড়মণ্ডলের দ্বারদেশে; এ সময়ে—

দুর্গা এ সময়েই রাখীবন্ধনের আমন্ত্রণ গ্রহণের যোগ্য লগ্ন মহারাজ! আজ

মোগল-শক্তি গড়মণ্ডলের দ্বারে—কাল হয়ত সে আবার হানা দেবে মালব দেশে ; মোগল রাজশক্তি ভারতের স্বাধীন রাজ্যগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে গ্রাস কর্ব্বার আয়োজনের পূর্ব্বে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে পরস্পরের স্বাধীনতা রক্ষা করতে, জাতীয় গৌরব-পতাকা উড্ডীন রাখতে। আপনি যান মহারাজ, রাণী রূপমতীর রাখী গ্রহণ ক'রে মালব ও গড়মণ্ডলের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করে আসুন।

দল। কিন্তু ভাবছি রাণী, আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে মোগল যদি গড়মণ্ডল আক্রমণ করে ?

দুর্গা। তাহলে মোগল দেখবে, রাজপুত বীরাঙ্গণা রাণী দুর্গাবতীর অস্ত্র চালনা কৌশল, দেখবে তার বালক পুত্র কুমার কিশোর বীর নারায়ণের ক্ষাত্র-বীর্য্য। চিন্তা কি মহারাজ! প্রয়োজন হলে কিশোর পুত্রকে পার্শ্বে নিয়ে রাণী দুর্গাবতী আরোহণ করবে তার সুশিক্ষিত অশ্বপৃষ্ঠে ; ঝাঁপ দেবে রণক্ষেত্রে দুর্ম্মদ মোগল শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে। আপনি যান্ ধর্ম্মভগ্নীর রাখী গ্রহণ করুন গে…গড়মণ্ডল রক্ষার ভার আমার।

দল। শক্তিময়ী মহারাণী, তুমি যখন আমার জন্মভূমি রক্ষার ভার নিয়েছ তখন আমি নিশ্চিন্ত। আমি জানি, তোমার দেহে শোণিত বিন্দু অবশেষ থাকা পর্য্যন্ত গড়মণ্ডল মোগলের পদানত হবে না! ভাওসিং—।

(ভাওসিংএর প্রবেশ)

ভাও। মহারাজ—

দল। আমি কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে মালব যাত্রা কর্চ্ছি ; আমার অনুপস্থিতিতে দুর্গ রক্ষার ভার স্বয়ং মহারাণীর ওপর।

ভাও। যথা আজ্ঞা মহারাজ।

দুর্গা। আপনার সঙ্গে কত দেহরক্ষী—

দল। রাণী দুর্গাবতী, দলপৎ শাহ যাচ্ছে ভগ্নির আমন্ত্রণে সারঙ্গপুর উপবন সীমায় রাখীবন্ধনে আবদ্ধ হতে; আমার হৃদয়ের রক্ষী ধর্ম্ম···আর দেহরক্ষী এই তরবারি

[উভয়ের প্রস্থান

ভাও। মালব যাত্রা, নিঃসঙ্গভাবে, শুধু তরবারির ওপর আশ্রয় করে! খাঁ-সাহেব—খাঁ সাহেব!

(আসফখানের প্রবেশ)

আসফ। ভাওসিং—

ভাও। এই মুহূর্ত্তে তোমায় মালব যাত্রা করতে হবে, সঙ্গে নেবে পাঁচশত বিশ্বস্ত অনুচর! মালবের রাজধানী সারঙ্গপুরের উপবন সীমায়··· এসো বলছি।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

সারঙ্গপুরের প্রাসাদ কক্ষ

চিত্রাঙ্কণ-রতা রাণী রূপমতী; সহচরী গুলণেয়ার তাহাকে সাহায্য করিতেছিল।

(রূপমতী ও গুলনেয়ারের দ্বৈতগীত)

রূপমতী ও রূপ কুমার।

চলে পিছনে ফেলে পাহাড় পাথার গগন কিনার

কোন তমসার পরপার॥

বৈশাখী বৈরাগী ডাকে বস গৈরিক পন্থের বাঁকে,

হেথা নয় হেথা নয় বলে [illegible]

বাদল নীপ-কুঞ্জে শারদ ধানের পুঞ্জে ডাকে তার ডাকে,
হেথা নয় হেথা নয় বলে সওয়ার চলে আবার।
হেমন্তিকা হিমেল পথে তারি লাগি প্রদীপ হাতে
জাগে নিশি জাগে
শীত নিয়ে যায় ব্যথার তুহীন…
তারি ছায়ায় ফাগুণ বাজায় বাসন্তি বেণুবীন,
পুষ্পিত বন-বীথি হতে মুহুমুহু কুহু ডাকে তার ডাকে,
হেথা নয় হেথা নয় বলে সওয়ার
চলে যায় রূপমতী রূপকুমার॥

রূপ। গুলনেয়ার!

গুল। ছবি আঁকা এরই মধ্যে শেষ হ'ল সখি!

রূপ। না, ও ছবি শেষ কর্ব্ব না—

গুল। কেন!

রূপ। কেন! বুনো ঘোড়ার সওয়ার হয়ে চলেছে রূপমতী আর রূপকুমার! কাজলা নদীর বাঁক ছেড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে স্বপনপুরীর পর-পারে মেঘমালার দেশের শেষে! কোথায়? কেউ জানে না। যে চলার শেষ নেই, সে ছবি কি কেউ শেষ কর্ত্তে পারে সখি! ঐ থাক্—

গুল। তবে-ছবি তুলে রাখি?

রূপ। তুলে রাখবি! দাঁড়া, তবে ওকে কালো পর্দ্দায় ঢেকে দিচ্ছি—কালো রঙ্—কালো রঙ—

গুল। আঃ কর্চ্ছ কি—এমন সুন্দর ছবি কালো রঙে মুছে ফেলবে!

রূপ। কালো রঙ্কে ভয় পাস্ কেন সখি? কালোর আড়ালেই থাকে যত আলো… বুঝেছিস… কালোর আড়ালেই—

(হঠাৎ চোখে পড়িল পশ্চাত হইতে বজবাহাদুর ছবি তুলিয়া লইয়াছে)

রূপ　ছবি! দাও·· ছবি দাও—

বজ　না—এ ছবি মুছে ফেলতে দেব না।

রূপ　ছবির স্রষ্টা আমি; মুছে ফেলবাব অধিকাবও আমার!

বজ　সৃষ্টি করে যে ধ্বংসও করে সে-ই। কিন্তু তোমাদের হিন্দু শাস্ত্রে বলে—এক মূর্তিতে নয়, এ ছবি সৃষ্টি করেছে প্রজাপতি-রূপী রাণী রূপমতী, আর ধ্বংস যদি কর্তে হয়—তা করবে বাণী রূপমতী নয় —বজ বাহাদুর-রূপী মহাকাল।

রূপ। প্রিয়তম, তুমি পাবো সত্যি পাবো নিজের হাতে ধ্বংস করতে আমার ঐ রচনা!

বজ। তা কি পারি রূপমতী! যাও গুলনেয়ার, এ ছবি তুলে রেখে এসো আমার শয়ন গৃহের দক্ষিণ বাতায়ণ পরে। আকাশের আলো এসে চুম্বন করুক আমাদের ললাট—বাতাস বযে নিয়ে যাক্ আমাদের মিলন সুরভি বিশ্বের যত প্রেমিক প্রেমিকার দ্বারে দ্বারে। (গুলনেয়ার ছবি লইয়া যাইতেছিল) হ্যাঁ, ওদের বোলো, রঙ মহলে রূপসীদের দরবারে আজ আর আমি যাবো না।

গুল। যো হুকুম হজরৎ!

[প্রস্থান

রূপ। আজও রঙ মহলায় তেমনি রূপসীদের মেলা বসেছে।

বজ। কিন্তু তাতে তো—তোমার ঈর্ষা করবার কিছু নেই রূপমতী।—

রূপ। থাকতেও তো পারে!

বজ। না—না—সে অসম্ভব।

রূপ। প্রিয়তম!

বজ। না—না—হতে পারে না···সে অসম্ভব।

রূপ। প্রিয়তম—

বজ। লোকে বলে আমি…দুশ্চরিত্র, রমণী-বিলাসী। হ্যাঁ, প্রথম যৌবনে আমি বিচরণ করেছি বহু নারীর হৃদয়-রাজ্যে। যে সৌন্দর্য্য পিপাসা আমার অন্তরে…তাকে তৃপ্তি দিতে এসেছে ভৃঙ্গার-বাহি বহু সুন্দরী ; সুধা পান করতে চেয়েছি…ওষ্ঠ পুড়ে গেছে…ছুড়ে ফেলেছি তাদের পথের ধূলায়। তারপর একদিন প্রদোষ আলোকে পরিপূর্ণ সরসী তীরে…মৃগয়ারত ক্লান্ত পথিক আমি…দেখা পেলুম তোমার! কতক্ষণ অপলক তাকিয়ে রইলাম জানি না! নেমে এল বনভূমি ঘিরে মৌন মাধবী রাত্রি ; বুঝলুম স্বার্থক আমার মৃগয়া… তৃপ্ত আমার পিপাসা…পূর্ণ হ'ল আমার জীবন! রূপমতী, রূপমতী—

রূপ। কিন্তু তবুতো এখনো তোমার মৃগয়ার বিরাম নেই প্রিয়! রঙমহলায় তোমার দেশ বিদেশের অগণন সুন্দরী!

বজ। এত আলো আমার চোখ ঝলসে দেয় রূপমতী ; তাই মাঝে মাঝে ফিরে তাকাই রঙমহলার ওই জমাট অন্ধকারের দিকে! ঐ রঙমহলা ছেড়ে যখন উঠে আসি তোমার কাছে তখন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পারি যে তুমি রয়েছ কত ওপরে!

রূপ। প্রিয়—প্রিয়তম—

বজ। রূপমতী, বিজয়িনী, সৌন্দর্য্য লোকের অপরাজিতা দেবী তুমি—

রূপ। না—না—ও কথা বোলোনা…তোমার কাছে জয়ে আনন্দ নেই—

বজ। রূপমতী—

রূপ। …কোনো আনন্দ নেই!

বজ। তবে?

(রূপমতীর গীত)

জয়ে নাহি গৌরব⋯বারে বারে ভয়
চঞ্চল কখন পালায়।
আমি চির পরাজিতা প্রিয়তমে নিবেদিতা
নির্ভয়ে পড়ে আছি পায়, নির্ভয়ে পড়ে আছি পায়॥
শতেক তারায় অসীম গগন কী লিপি রচিছে নিতি,
কুসুমে কুসুমে কী ছবি আঁকিছে চুপেচুপে বসুমতী!
সব ফেলে চাহি তোমার নয়ন—
দেখি সেথা মোর গগন ভুবন,
অনাদি কালের রূপ আলিপন
দেখি তব আঁখি ছায়।

(সহসা নেপথ্যে তূর্য্যনিনাদ)

রূপ　এ কি! সহসা তূর্য্য নিনাদ হ'ল কেন?

বজ　সব ভুলে যাই তোমায় দেখলে আমি সব ভুলে যাই রূপমতী! তোমায় বলতে এসেছিলুম আজই যাত্রা কর্চ্ছি আমি সসৈন্যে গড়মণ্ডল!

রূপ। গড়মণ্ডল! আজই?

বজ। হ্যাঁ, আর অর্দ্ধদণ্ড মধ্যে।

রূপ। অর্দ্ধদণ্ড মধ্যে! প্রভু, এ যুদ্ধ কি কিছুতেই বন্ধ হয় না!

বজ।

রূপ। সেই উদার, মহাপ্রাণ, বীর-শ্রেষ্ঠ রাজা দলপৎশাহ! তাঁর সঙ্গে এ যুদ্ধ আয়োজন—

বজ। লোকে বলে বজবাহাদুর চঞ্চলা হরিণী শিকার করতেই চির-দক্ষ। দলপৎশাহ যদি পুরুষ-সিংহ হয়⋯এবার মৃগয়া নৈপুণ্য পরীক্ষা করব আমার সেই সিংহ শিকারে··

ইস্‌মাইল। (নেপথ্যে) আমি কি আসিতে পারি হজরৎ !

বজ। কে ! সেনাপতি ইস্‌মাইল খাঁ ! এসো—

(ইসমাইলের প্রবেশ)

ইস্‌। হজরৎ ·

বজ। কি সংবাদ ?

ইস্‌। মোগল সেনানীর পত্র।

বজ। মোগল সেনানী—(পত্রপাঠ) কোথায় !

ইস্‌। প্রাসাদ দ্বারে !

বজ। যাচ্ছি, অপেক্ষা করতে বল।

[ইস্‌মাইলের প্রস্থান

রূপ। শুনেছি মোগল সম্রাটও নাকি আয়োজন কর্চ্ছেন গড় মণ্ডল আক্রমণ করতে ! এ সময় আবার আমরাও যদি—

বজ। না রূপমতী, স্বামী তোমার এত হীন নয় যে বিপদের মুহূর্ত্তে ভূমিশায়ী দলপৎ শাহকে অস্ত্রাঘাত করবে। যে প্রকারে হোক, মোগলকে আমি আপততঃ গড়মণ্ডল আক্রমণে নিরস্ত কর্ব্ব ! গড়-মণ্ডল ধ্বংসের গৌরব মোগলকে নিতে দেবনা···সে গৌরব হবে আমার !

[প্রস্থান

রূপ। প্রভু, প্রভু ! শুনলেন না—চলে গেলেন ! আর অর্দ্ধদণ্ড পরেই মালব-সৈন্য যাত্রা করবে গড়মণ্ডল অভিমুখে ! কিন্তু কৈ···এখনো তো তিনি এসে পৌঁছিলেন না ! তবে কি আমার কাতর আহ্বান প্রত্যাখ্যান কর্ব্বেন তিনি ! কি হবে—কেমন করে বন্ধ কর্ব্ব এই এই রক্তাপ্লুত ধ্বংস আয়োজন !

(গুলনেয়ারের প্রবেশ)

গুল। সখি, এই নাও—

(অঙ্গুরীয় দান)

রূপ। এসেছেন—তিনি এসেছেন !

গুল। হ্যাঁ—উপবন সীমায়।

রূপ। নিয়ে আয়—আমার রত্ন পেটিকা নিয়ে আয়—আমার রাখী-বন্ধনের রত্ন পেটিকা নিয়ে আয় !

[গুলনেয়ারের প্রস্থান

রূপ। গড়মণ্ডল ধ্বংসের গৌরব নেবে প্রভু ! তুমি গৌরব পাবে—তবে সে ধ্বংসের গৌরব নয়—মালব ও রাজ-পুতনার মিলনের গৌরব, হিন্দু ও মুসলমান ভারতের দুটী বিরাট জাতির দুটী বিরাট আত্মার মিলনের গৌরব।

চতুর্থ দৃশ্য

সারঙ্গপুর উপবন প্রান্ত।

পীর মহম্মদ ও আসফ খাঁ।

পীর। না—এ অপমানের প্রতিশোধ আমায় নিতেই হবে।

আসফ। আস্তে, পীর মহম্মদ, আস্তে ! অত অধৈর্য্য হলে চলবে কেন !

পীর। অধৈর্য্য হব না ! তুমি বল কি খাঁ সাহেব !—মালবের রাণী রূপমতী-কে দেখলুম একাকিনী আসছে উপবন পথে—আ হা হা···কী রূপ! যেন বেহেস্তের হুরী ! দেখে বুকের ভেতরটা কেমন যেন দুলে উঠল ! বল্লুম—বিবি, আমি দিল্লীর বাদশাহের সেনাপতি পীর-

মহম্মদ খাঁ। মাতাল বজবাহাদুরকে ছেড়ে তুমি আমায় নিকে কর! অমনি বলা নেই···কওয়া নেই···একেবারে দমাস্—

আসফ। দমাস্—

পীর। দমাস্ করে বসিয়ে দিলে পিঠের ওপর এক ঘা জুতি!

আসফ। আ হা হা, বড্ড লেগেছে কি দোস্ত?

পীর। যাও, যাও, আর ঠাট্টা করতে হবে না! তুমি আমায় জোর করে ধরে নিয়ে এলে, নইলে দেখিয়ে দিতুম একবার আমার বিক্রমটা!

আসফ। থাক্ দোস্ত, দিল্লীর বাদশাহের সেনাপতি তুমি · এই বিদেশ বিভূঁয়ে এসে জেনানা-লোকের ওপর বিক্রম পরীক্ষাটা আপাততঃ নাই বা কল্লে। বিশেষতঃ যখন সন্দেহ হচ্ছে, বাদশা এ মুলুকের কোথাও এসেছেন।

পীর। বাদশা!

আসফ। কেন দেখলে না একটু আগে—ওই বুনো পথে একটা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে!

পীর। হ্যাঁ, দেখতে ঠিক বাদশাহের ইরাকী ঘোড়া হায়রেণের মত বটে! কিন্তু তা যদি হয়, বাদশা কেন আস্‌বে এ মুলুকে? না—না, ও অন্য কারু ঘোড়া হবে—বাদশা কেন ··!

আসফ। খেয়ালি বাদসা—তার খেয়ালের মানে কে বুঝবে! কত বার তো অমন নিঃসঙ্গ ভাবে আগ্রার প্রাসাদ দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে! জানের মায়া রাখে না—শত্রু-মিত্র বিচার করে না—চলেছে আপন খেয়ালে! খানখানান বৈরামখাঁ যে কত দিন ওকে বাগ মানিয়ে রাখতে পারবেন কে জানে!

পীর। তা যাই বল দোস্ত, আমার কিন্তু মনে হয় এ আমাদের অমূলক আশঙ্কা! আগ্রা ছেড়ে একেবারে এই দূর মালব দেশে! না—না বাদশা আসেনি!—

আসফ। না এলেই ভাল!

পীর। চুপ, ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ—

আসফ। সারঙ্গপুর প্রাসাদের দিক হতে! ভয় নেই—ও বজ বাহাদুর! আশ্চর্য্য ভালবাসা ওর রাণী রূপমতীর ওপর! এত বললুম—তবু কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌লে না যে—রাণী প্রাসাদে নেই! তাই নিজের চোখে দেখতে গিয়েছিল রাণীকে।

পীর। খাঁ সাহেব!

আসফ। যাও, আমাদের আজ্ঞাবাহী পাঁচশত সেনানী গোপনে সমবেত কর এই উপবন সীমায়; মনে রেখো, দলপৎ শাহকে আমরা মালবের পথে ধরতে পারিনি···এবার যদি সে বজবাহাদুরের হাতে কোন রকমে নিষ্কৃতি পায়—তবু—তবু আমরা তাকে জীবিত ফিরতে দেব না গড়মণ্ডলে।

পীর। হ্যাঁ, দেখ, দলপৎ শাহকে তো কাবার কর্‌বই; আমি বলছিলুম, সেই সঙ্গে বজ বাহাদুরকেও খতম্ করে—ওর ওই রাণী রূপমতীকে কিন্তু—

আসফ। কি!—

পীর। আমায় দিতে হবে।

আসফ। তাই হবে দোস্ত। যাও···বজবাহাদুর এসে পড়েছে। আমি কথা দিচ্ছি, শত্রু নিপাত হলে রাণী রূপমতী তোমার!

[পীর মহম্মদের প্রস্থান

(অপর দিক হইতে বজ বাহাদুরের প্রবেশ)

বজ। রূপমতী—রূপমতী—কই—কোথায় তুমি রূপমতী !

আসফ। রূপমতী আছে।

বজ। কে ! ও···সেই মোগল সেনানী তুমি ! আমার রূপমতী ?

আসফ। প্রাসাদে নেই ?

বজ। প্রাসাদ তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, সে নেই ; বুঝি সে নেই—আমার রূপমতী কোথাও নেই।

আসফ। সে আছে, আমি বলছি, সে আছে···সুখেই আছে।

বজ। সুখে আছে ! কোথায়···কোথায় !

আসফ। বলেছি তো···একা আসতে দেখেছি তাকে প্রাসাদ ছেড়ে উপবন পথে।

বজ। রূপমতী একা প্রাসাদ ছেড়ে রাত্রিকালে উপবন পথে ! না—না—তুমি ভুল দেখেছ সেনানী, ভুল দেখেছ।

আসফ। ভুল দেখেছি !

বজ। রূপমতী প্রাসাদ ছেড়ে রাত্রিকালে কখন একা বাইরে যায় না ; যখন যায়···তার পার্শ্বে থাকে এই বজ বাহাদুর। হ্রদ নির্ঝর গিরি বনপ্রান্তে সেই চন্দ্রালোক-স্নাত যুগল অশ্বারোহী মূর্ত্তি দেখতে পাবে সেনানী, ভারতের প্রতি শিল্পীর সাধনা মন্দিরে। রূপমতী একা উপবন পথে ! শোন নি কি সৈনিক, মালবের প্রতি পথে, গ্রাম, গ্রামান্তরে এখনো ধ্বনিত হচ্ছে যে প্রণয়-গাথা···তার প্রতি ছত্রে রূপমতির পাশে রয়েছে এই বজ বাহাদুর !

আসফ। শুনেছি—শুনেছি আমি সে গান! রূপমতী বজবাহাদুরের প্রণয় কথা দিকে দিকে ধ্বনিত হচ্ছে গীতছন্দে। তবু···তবু বিশ্বাস করুন মালব-

রাজ, আমি স্বচক্ষে দেখেছি রাণী রূপমতীকে একাকিনী এই উপবন পথে আসতে।

বজ। তবে—তবে—হয়তো সে এসেছে আমারি সন্ধানে! আমি যাই রূপমতীর কাছে!

আসফ। দাঁড়ান—সে আপনার সন্ধানে আসেনি; সে এসেছে—

বজ। কার সন্ধানে!

আসফ। যদি বলি·· অন্য কোন প্রণয়ীর সঙ্গে মিলিত হতে—

বজ। বর্ব্বর—শয়তান,—এত স্পর্দ্ধা তোমার! আমার রূপমতীর নামে—আমি—আমি তোমায় হত্যা করব।

আসফ। আঃ ছাড়ুন—ঐ—ঐ দেখুন তাকিয়ে একবার।

বজ। রূপমতী! আমার রূপমতী আসছে!

আসফ। কিন্তু একা নয়···সঙ্গে পুরুষ।

বজ। কে···কে ও! অন্ধকারে চিন্‌তে পার্চ্ছিনা! ওকে!

আসফ। গড়মণ্ডলপতি দলপৎশাহ!

বজ। দলপৎশাহ! কি আশ্চর্য্য! দলপৎশাহ!

আসফ। হ্যাঁ, রূপমতীর প্রণয়ী।

বজ। না না, এ মিথ্যা কথা···এ মিথ্যা কথা। রূপমতীকে তুমি চেন না! সেনানী, রূপমতীকে চেননা!

আসফ। মালবেশ্বর—

বজ। কিন্তু সে বলেছিল···গড়মণ্ডল আক্রমণ কোরো না! দলপৎশাহ বীর, উদার, মহাপ্রাণ! সেই মহাপ্রাণ দলপৎশাহের সঙ্গে রাত্রিকালে নির্জ্জনে উপবনপথে সুন্দরী তরুণী রূপমতী! ওঃ রূপমতী··· রূপমতী—

আসফ। কি হল! আপনি কাঁপছেন কেন মালবেশ্বর!

বজ। না-না আমি কাঁপিনি, এখনো এহাতে অস্ত্র ধবতে পারবো ; আমার পিস্তল—পিস্তল—

[প্রস্থান

(পীর মহম্মদের প্রবেশ)

পীর। দোস্ত ! সব তৈবী—

আসফ। চুপ, কথা নয়, চলে এসো। দেখো, ববাতে লেগে যায় তো একগুলিতে দুই শিকাব ! এসো বজবাহাদুবেব কাছে।

(উভয়ে বজবাহাদুবেব অনুসবণ করিল)

(অপর দিক হইতে দলপৎশাহ ও রূপমতীর প্রবেশ)

দল। বজবাহাদুরকে গোপন করে তুমি আমায় এখানে আমন্ত্রণ কবে এনে ভাল কাজ করেছ কি বহিন্ ?

রূপ। কেন, আমাব ভয় কিসের—ভয় কাকে ?

দল। যদি তোমাব স্বামী তোমায় এজন্যে তিরস্কার করেন !

রূপ। তুমি আমার স্বামীকে জানো না ভাইজী ; তাই এ আশঙ্কা কর্চ্ছ !

দল। বহিন্ !

রূপ। শোন ভাইজী, তিনি তোমাব বিরুদ্ধে অবিলম্বে যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন কর্চ্ছেন ! যখন প্রাসাদে আমার কাছে বিদায় নিতে যাবেন তখন আমি স্বামীকে বলব—দলপৎ শাহকে বন্দী করতে গড়মণ্ডল যেতে হবে না প্রভু। তোমারও আগে আমি তাকে করেছি বন্দী এই রাখীবন্ধনে !···কে !

(পদশব্দ···এক সন্ন্যাসী চলিয়া গেল)

দল। এক সন্ন্যাসী—

রূপ। দেখুন, কি সুন্দর তারুণ্যের দীপ্তি ওই সাধুর চোখে মুখে ! ওর আগমনে

বুঝি শুভ সূচনা হল। কল্যাণ হবে…আপনার সঙ্গে মিলিত হয়ে আমার স্বামীর নিশ্চয়ই মঙ্গল হবে।

দল। রূপমতী, তোমায় দেখে আমি সত্যই বিস্মিত হচ্ছি! বহু লোক-মুখে শুনেছি বজবাহাদুর রূপমতীর প্রণয়গাথা! ভেবেছি, হয়তো তার সবটা সত্য নয়, খানিকটা কবি-কল্পনা। কিন্তু—

রূপ। কবি-কল্পনা! না, আমাদের প্রেম…আমাদের অনুরাগকে কবির কল্পনাও বাড়িয়ে বলতে পারে না।

(এই সময়ে পশ্চাতে বজবাহাদুরকে দেখা গেল)

দল। রূপমতী! এত ভালবাস তুমি?

রূপ। ভালবাসি…সমস্ত হৃদয় দিয়ে…সমস্ত চেতনা দিয়ে! বাইরের মানুষ কি বুঝবে সে ভালবাসা…কেমন করে বোঝাব আমি…কি দুরন্ত ভাল-বাসার সাগর আমার অন্তর মধ্যে উদ্বেল হয়ে উঠ্‌ছে রাত্রিদিন!

দল। রূপমতী—

রূপ। যখন শুনলুম, স্বামী গড়মণ্ডল যুদ্ধযাত্রা কর্ব্বেন…বড় উৎকণ্ঠিত হলুম! কত চেষ্টা কল্লুম তাকে নিবৃত্ত কর্ত্তে। শেষে নিরুপায় হয়ে তোমায় ডেকে আনলুম গোপনে এই উপবন সীমায়! এসো মহাবীর, আমার দান গ্রহণ করবে! মুক্ত করো আমায় সকল দুশ্চিন্তা হতে।

দল। তাই চলো তবে, চলো দেবি, আমি সানন্দচিত্তে গ্রহণ করব তোমার দান—

(বজবাহাদুর পশ্চাৎ হইতে গুলি করিল ; দলপৎ পড়িয়া গেল)

দল। ওঃ! গুপ্ত ঘাতক!

রূপ। একি…একি সর্ব্বনাশ! কে…কে এমন করে—

বজ। আমি বজবাহাদুর।

রূপ। তুমি! একি করলে তুমি!

বজ। সবে যাও, এখনো মবেনি···মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে·· ওকে শেষ কবতে দাও।

রূপ। না · কিছুতে না। আমায বধ না কবে একে তুমি বধ কবতে পাববে না—

বজ। তাতেও নিবস্ত হব না। তাহলে মব। দলপৎশাহেব সঙ্গে তুমিও মব—

(পিস্তল তুলিল)

(পীর মহম্মদ বাধা দিল)

পীব। সেকি হয় বাজা! এমন বেহেস্তেব ফুল নিজে আদব কর্ত্তে না জান তো· ও ফুল শোভা পাবে এই মোগল সেনাপতি পীবমহম্মদেব উষ্ণীষে—

(সৈনিকগণ বজবাহাদুরকে বন্দী করিল)

বজ। ওঃ! বিশ্বাসঘাতক মোগল!

রূপ। একি! আমাব স্বামী বন্দী!

পীর। আমরা এমন চাল চেলেছি যে ও তোমায মিছামিছ সন্দেহ কবে বন্দী হলো।

বজ। এ সব ষড়যন্ত্র তবে! রূপমতী···রূপমতী—

রূপ। প্রভু, স্বামী—

পীব। দাঁড়াও ·দাঁড়াও·· ওদিকে নয সুন্দরী! তুমি বন্দী হবে আমার বাহু-বন্ধনে!

আসফ। (প্রবেশ) দাঁড়াও দোস্ত! ও সুন্দবী আমার।

পীর। উত্তম, এই মুহূর্ত্তে তবে অস্ত্রমুখে বিচার হয়ে যাক।

(উভয়ে তরবারি নিষ্কাষিত করিল। পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশী আকবরের প্রবেশ।)

আক। এরা অস্ত্র নিযে বিচার কচ্ছে তুমি যাবে কার সঙ্গে; সেই অবসরে এসো আমার সঙ্গে—

আসফ। কে তুই কামবক্‌ৎ!

(উভয়ে তরবারি নিয়া ধাবিত হইল)

আক। (ছদ্মবেশ ত্যাগ) আসফ খাঁ! পীরমহম্মদ!

উভয়ে। সম্রাট!

আক। চমৎকার!

পীরমহম্মদ। এ সুন্দরীকে আপনার জন্যই আমরা—

আক। ওঃ, আমার জন্যে! আমার জন্য আহত বুঝি এইমহাবীর·· আর বন্দী এই সুন্দরীর স্বামী! উত্তম, চলো মালবেশ্বরী! আমার সঙ্গে এসো।

রূপ। দিল্লীশ্বর, আপনি আমায় কোথায় নিয়ে যাবেন!

আক। কেন···আগ্রায়···আমার প্রাসাদ দুর্গে!

রূপ। আপনার প্রাসাদ দুর্গে?

আক! হ্যাঁ, আমি তোমায় চাই।

রূপ। দিল্লীশ্বর—দিল্লীশ্বর!

আক। ভয় পাচ্ছ! যাবে না? বেশ, (বজবাহাদুরকে রূপমতীর পার্শ্বে আনিয়া) গৃহে ফিরে যাও তোমরা আমার অভিবাদন নিয়ে—

রূপ। বাদশাহ!

আক। ভাইবন্ধু আত্মীয় স্বজন সব আছে আমার আগ্রার প্রাসাদে; নেই সেখানে শুধু এমন একটী দরদী-হৃদয় · যে আমায় ভাই বলে তার পাশে টেনে নেয়! আগ্রার প্রাসাদে নিয়ে ভগ্নির আসনে বসাতে চেয়েছিলুম তোমায়···তাতেও তোমার এত সঙ্কোচ বহিন্‌?

রূপ। অপরাধ মার্জ্জনা করুন দিল্লীশ্বর, আমি বুঝতে পারিনি।

বজ। মহান বাদশাহ! এত অনুগ্রহ যদি, মিনতি কর্চ্ছি, চলুন একবার আমার প্রাসাদে।

আক। তোমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ কর্ল্ম। আমি যাবো···কিন্তু আজ নয়·· আর একদিন! আজ যেতে হবে—

রূপ। কোথায়?

আক। পীরমহম্মদ! আসফ খাঁ! চলো গড়মণ্ডল—

রূপ। গড়মণ্ডল!

আক। হ্যাঁ, গড়মণ্ডল। দিল্লীর বাদশাহ আকবরশাহ রূপে নয়—ওই আহত দলপৎ শাহের দেহরক্ষীরূপে ওকে পৌছে দিতে রাণী দুর্গাবতীর প্রাসাদ সীমায়।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আগ্রায় বৈরাম খাঁর গৃহ ; শয্যায় অর্দ্ধশায়িতা সেলিমা ।

(নর্ত্তকীদের নৃত্য গীত)

মানিনী, নয়ন তোলো, ভোলো ভোলো অভিমান।
নিদ্-মহলার মীনার হতে এখনি ভোরের জাগবে গান ॥
হাস্না্হানা ঘোমটা খোলে নাগর ভোমর অধর ছোঁয়ায়
লাজুক মেয়ে ঘুমের ঘোরে বঁধুর গালে কপোল বোলায়।
চাঁদ দোলে ঐ নদীর জলে লুটায় হাওয়া কানন তলে
দাও গো মালা বঁধুর গলে হোক বিরহের অবসান ॥

সেলিমা। না, ভাল লাগেনা, ভাল লাগেনা, তোমরা এখান থেকে যাও, আমায় একটু একা থাকতে দাও—

[নর্ত্তকীদের প্রস্থান

সেলিমা মুখ ঢাকিয়া বসিল, পশ্চাৎ হইতে মাহুম আঙ্গা আসিয়া মস্তক স্পর্শ করিলেন।

মাহুম। মুখ ঢেকে বসে কেন?

সেলিমা। আপনি—আপনি—

মাহুম। এ কদিন এতবার বলেছি···তবু ভুলে যাও! আমি আঙ্গা—

সেলিমা। আঙ্গা! আপনি আঙ্গা! আর ভুলব না আঙ্গা!···আমার কেবল ভুলই হয়—না'

মাহুম। আজ কেমন আছো—

সেলিমা। একথা জিজ্ঞাসা কর্চ্ছেন কেন বলুন তো? বেশ তো আছি। খাচ্ছি ···ঘুমুচ্ছি···নাচ গান শুনছি! অথচ আপনারা সবাই মিলে—

মাহুম। সবাই মানে আর কে!

সেলিমা। আর—আর—

মাহুম। খান খানান বৈরাম খাঁ?

সেলিমা। আঃ…খান খানান বৈরাম খাঁ! ও নাম আপনি আমার সামনে মুখে আনবেন না।

মাহুম। কেন? খান খানান কি তোমার প্রতি কোনো খারাপ ব্যবহার করেছেন? আমায় সঙ্কোচ নেই…বলো…তিনি কি তোমার অমর্য্যাদা করেছেন?

সেলিমা। না—না—ওকি কথা! অমর্য্যাদা করবেন কি? তাঁর আশ্রয়ে এসে যে মর্য্যাদা পেয়েছি…যে সেবা যত্ন পাচ্ছি এখানে রাত্রি দিন…তার তুলনা হয় না! কিন্তু ভাবছি, শুধু ঋণের বোঝা বাড়িয়ে কি লাভ! এ ঋণ তো আমি কোনো দিনই শোধ করতে পারব না!

মাহুম। তুমি পারবে—

সেলিমা। কি করে!

মাহুম। বৈরাম খাঁ তোমায় বিবাহ করতে চান্!

সেলিমা। বিবাহ!

মাহুম। বিবাহের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত…নগরের ওমরাহগণ আমন্ত্রিত… বাদশাহ রাজধানীতে ফিরে এলেই…তার উপস্থিতিতে তোমার সঙ্গে বৈরামের—

সেলিমা। না—না—তা হতে পারে না—হতে পারে না!

মাহুম। কেন পারে না? বৈরাম খাঁ কিসে তোমার অনুপযুক্ত—

সেলিমা। আমি সে কথা বলিনি। আমি বলছি…বিবাহ হতে পারে না।

মাহুম। পারে না! জানো, বাদশাহ চপলমতি বালক…কত সময় নিরুদ্দিষ্ট

হয়ে চলে যায়···যেমন গেছে সে এবার। তার প্রতিনিধিরূপে, তার অভিভাবক রূপে হিন্দুস্থানের রাজ্য-রশ্মি ধরে রয়েছে ঐ খান-খানান বৈরাম খাঁ। যে বৈরামের ইঙ্গিতে এত বড় একটা বিরাট সাম্রাজ্য পরিচালিত হচ্ছে···সে যখন তোমায় বিবাহ কর্ব্বে স্থির করেছে···তখন তোমার ইচ্ছা থাক বা না থাক···হিন্দুস্থানে এমন শক্তি কারু নেই যে বৈরাম খাঁকে এ বিবাহে বাধা দেয়।

সেলিমা। কেউ পারবে না! তবে কি হবে···কি হবে তবে—

মাহুম। একি! তুমি কাঁদছ—

সেলিমা। আপনি···আপনি পারবেন আমায় রক্ষা কর্ত্তে। আমায় বাঁচান আপনি—

মাহুম। আমি রক্ষা করতে পারি তোমায় বৈরামের হাত থেকে! বালিকা, এ অদ্ভুত ধারনা জন্মাল তোমার কি করে!

সেলিমা। আমার মন বলছে···আপনি পারেন···আপনি আমায় ভালবাসেন ···স্নেহ করেন···সত্যি বলছি···এই অচেনা অজানা প্রাসাদ-দুর্গে শুধু আপনাকে মনে হয় বহু কালের পরিচিত জন বলে—

মাহুম। আমি তোমার বহু কালের পরিচিত! কোথায় দেখেছ আমায়?

সেলিমা। আপনাকে দেখেছি···কি জানি কোথায়!

মাহুম! আগ্রা! দিল্লী! পাঞ্জাব! সিন্ধু! কাবুল—

সেলিমা। কাবুল! কি বললেন···কাবুল—

মাহুম। হ্যাঁ, কাবুল! আফগানিস্থানের কাবুল···আফগানিস্থানের ছায়া-ঘেরা ফার্গানা--

সেলিমা। ফার্গানা! ফার্গানা! কি সুন্দর নাম ঐ দেশের! ফার্গানা— ফার্গানা—

মাহুম। ফার্গানা ! সেই নীল পাহাড়···কলনাদিনী পাহাড়ী নদী·· তীরে তার আঙ্গুর লতার ঘন কুঞ্জ—

সেলিমা। হ্যাঁ, আমি দেখেছি ··সেই আঙ্গুর লতার ঘন-কুঞ্জ দেখেছি ! সেই কুঞ্জ তলে বসেছিলুম আমি · আর আমার পাশে ছিল—

মাহুম। কে ?

সেলিমা। সে ··সে·· না মনে পড়ে না, কিছুতে মনে পড়ে না, সব কেমন যেন ধোয়া হয়ে যায় ! ওঃ···বড় জ্বালা · এ আমি সহ্য করতে পারি না—সইতে পারি না—

মাহুম। তুমি—তুমি কাঁপছ ! এসো বোসো—(বসাইয়া দিলেন)

সেলিমা। আচ্ছা···আমি কোথা হতে এখানে এলুম ?

মাহুম। হয় তো এসেছো ফার্গানা হতে ! ঝড়ের রাত্রে পাচিল চাপা পড়েছিলে···খান খানানের তাঞ্জামবাহীরা তোমায় দেখতে পেয়ে এখানে এনেছে। ভীষণ আঘাতে তোমার পূর্ব্বস্মৃতি লুপ্ত হয়ে গেছে। ভয় নেই···বাদশাহী হেকিমদের চিকিৎসায় এখন অনেকটা সুস্থ হয়েছ।

সেলিমা। সুস্থ হয়েছি · সুস্থ হয়েছি···না ?···কিন্তু আমি আগ্রায় কেন এসেছিলুম জানেন—

মাহুম। হয়তো এখানে কারুর সঙ্গে দেখা হবে বলে—

সেলিমা। হাঁ—তাই হবে ! দেখুন, আমি এ কদিন অনেক ভেবেছি···কিছুতে মনে পড়েনি ! আপনি ঠিক বলেছেন—হ্যাঁ—আমি যেন কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম ! কার সঙ্গে বলুন তো ?

মাহুম। সে হয়তো তোমার কোন প্রিয়জন !

সেলিমা। আমার প্রিয়জন—আমার প্রিয়জন ! হ্যাঁ, সে আমার জন্য অপেক্ষা কর্চ্ছে ! তাকে দেখবো বলে কত বিপদ আপদ মাথায় করে দূর

ফার্গানা হতে আমি এই আগ্রায় ছুটে এসেছি ! সে যে আমার জন্যে এখনো প্রতীক্ষা কর্চ্ছে · আমি যাবো···তার কাছে আমায় নিয়ে চলুন আঙ্গা—

মাহুম। কে সে ! বৈরাম ?

সেলিমা। না—না—বৈরাম নয়···বৈরাম নয় · তার নাম··হারিয়ে যাই···তার নাম আমি হারিয়ে ফেলি আঙ্গা ! সে—সে—কে—কেও—

মাহুম। কোথায় ?

সেলিমা। ঐ যে, ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছে ! চলে গেল···ঐ চলে গেল ! হো সফেদ ঘোড়েকে আসোয়ার ··সফেদ ঘোড়েকে—আসোয়ার—

[ছুটিয়া প্রস্থান

মাহুম। ছুটে গেল···যেন একটা আগুনের শিখা ! ওই আগুন···ওই আগুন দিয়ে আমি ধ্বংশ করবো প্রভুত্ব-গর্ব্বিত বৈরামের সকল দম্ভ। নিরুদ্দিষ্ট বাদশাহ আকবর আগ্রায় ফিরে আসুক। ওই অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের সন্ধান পেয়েছি যখন—

(বৈরামের প্রবেশ)

বৈরাম। মাহুম আঙ্গা—

মাহুম। আসুন—আসুন খান খানান ! আপনার রোগিনীকে দেখতে এসেছিলুম—

বৈরাম। কেমন আছে ?

মাহুম। ভালই তো বোধ হল। অনেকটা সুস্থ হয়ে এসেছে। শীঘ্রই লুপ্ত-স্মৃতি একেবারে ফিরে পাবে আশা করি—

বৈরাম। আমিও খোদার কাছে সেই প্রার্থনাই জানাচ্ছি মাহুম আঙ্গা ! নিজে উপস্থিত থাকতে পারি না···গুরুতর রাজ কার্য্যে

সর্ব্বক্ষণ জড়িত…তাই আপনাদের ওপর ওর শুশ্রূষার ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত।

মাহুম। ভাববেন না খান খানান! আপনাদের বিবাহ উৎসব অতি শীঘ্রই—

বৈরাম। বিবাহ! এই বয়সে বিবাহ! মাহুম আঙ্গা, সত্য বলছি, বিবাহ আমি করতুম না। সেই ঝড়ের রাত্রে বেগমের মৃত্যু…সেই সঙ্গে আকস্মিক ভাবে আবির্ভাব ঐ স্মৃতি-চেতনা-বিহীনা অসহায়া বালিকার! এ যেন খোদা তাল্লার অপূর্ব্ব যোগাযোগ! বিশেষতঃ ঐ আমার বালক-পুত্র মাতৃ-হারা আব্দার রহিম! গভীর রাত্রে চীৎকার করে কেঁদে ওঠে—মা কোথায়…আমার মা কোথায়—! বুকে তুলে নিয়ে রেখে আসি ওকে ওই রোগিনীর শয্যার ওপরে! বালক শান্ত হয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

মাহুম। খান খানান—

বৈরাম। ওই আব্দার রহিম…ঐ অভাগা বালকের মুখ চেয়ে শুধু—

(আব্দার রহিমের প্রবেশ)

আব্দার। বাবা, বাবা,—

বৈরাম। আব্দার রহিম!

আব্দার। মাকে দেখেছ, আমার মা?

বৈরাম। কেন, মা তোমার হারেমে আছেন!

আব্দার। না, নেই তো?

বৈরাম। পাগল,…নেই তো কোথায় যাবেন! যাও, খুঁজে দেখ।

আব্দার। ডাকতুম…সাড়া দিচ্ছে না তো! তুমি খুঁজে দেবে…এসো না—

(প্রহরীর প্রবেশ ও বৈরামখাঁকে পত্র দান)

আব্দার। দাঁড়িয়ে রইলে যে? এসো না—

বৈরাম। না আব্দার রহিম, আমার গুরুতর কার্য্য রয়েছে--

আব্দার। বাবা!

বৈরাম। আঃ, কাজের সময় কি বাধা দিতে হয়! যাও এখন—

মাহুম। এসো আব্দার রহিম, আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমায় মায়ের কাছে!

আব্দার। চলুন···মাকে গিয়ে বলব—বাবা আমায় একটুও ভালবাসে না।

[প্রস্থান

বৈরাম। (পত্রপাঠ করিয়া) আশ্চর্য্য! না···এ স্পর্দ্ধা! এ নিতান্তই স্পর্দ্ধা!

(আদম খাঁনের প্রবেশ)

আদম। বেশ কথা বললেন খানখানান! মাকে খুঁজতে এলুম আপনার··· এখানে···সে আমার আস্পর্দ্ধা হল!

বৈরাম। ওঃ·· আদম খান! আদম খান, আমি তোমায় বলিনি—

আদম। আমায় অত আহম্মক পান নি···ঘরে আর দ্বিতীয় কেউ নেই···আমায় যদি না বলে থাকেন, তবে কি হাওয়ার সঙ্গে কথা কইছিলেন? হাওয়ার সঙ্গে কথা কয় যারা···তাদের বলে প্রেম-পাগল; খানখানানকে কি তাহলে কবরে যাবার মুখে এবার প্রেম-রোগে ধরলো?

বৈরাম। আদম খাঁ! তুমি আবার সিরাজী পান করে আমার সম্মুখে এসে প্রলাপ বক্‌ছ! বেতমিজ—

আদম। চটছেন কেন! মাইরি বলছি···প্রলাপ বকিনি! যে কথাগুলো আমি বলছি বলে মনে হচ্ছে—প্রলাপ···এগুলিই কোনো প্রেমিকার মুখ থেকে বেরুলে.মনে হত—প্রেমালাপ।

বৈরাম। বেয়াদপ,—জানো তুমি, এতখানি ঔদ্ধত্য বৈরাম খাঁ জীবনে কখনো সহ্য করে নি! তুমি মাহুম আঙ্গার পুত্র···আকবর তোমায় ভাই বলে

ডাকে—সেজন্যে কি ভেবেছ খানখানান বৈরাম খাঁ তোমায় প্রশ্রয় দেবে ! এরে বান্দা—

(বান্দার প্রবেশ)

এই মাতালটাকে ধরে ঠাণ্ডা গারদে নিয়ে যা !

আদম। ঠাণ্ডা গারদ ! তা আগ্রার এই হাড়-জ্বালানো গ্রীষ্মের দিনে ঠাণ্ডা-গারদের ব্যবস্থা মন্দ হবে না ! খান খানান, আমায় ঠাণ্ডা গারদে পাঠাবার সঙ্গে দয়া করে···বেশী নয়—গোটা দুই চার সিদ্ধি দেওয়া কুলফী বরফ যদি একটী সুন্দরী সহচরীর হাতে পাঠিয়ে দেন সেখানে—

বৈরাম। বান্দা, নিয়ে যা···কোড়া···কোড়া · বিশ কোড়া বসিয়ে দে ওর পিঠের ওপর—

আদম। বিশ কোড়া ! খান খানান্—

বৈরাম। কোনো কথা নয়—যা নিয়ে যা—

(আকবরের প্রবেশ)

আক। দাঁড়াও বান্দা—

বৈরাম। কে ! আকবর !

আদম। এসেছ ভাইসায়েব ! দেখ···মিছিমিছি আমায় ওই কবরের মড়াটা বিশ কোড়া—

আক। আদম খাঁ!·· খান খানান, আমি—আমি আদমখানের হয়ে আপনার কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা কচ্ছি—একে ক্ষমা করুন।

বৈরাম। একে ক্ষমা করা বলে না আকবর, একে বলে প্রশ্রয় দেওয়া—

আক। হোক্। তবু ও আমার ধাত্রীমাতার সন্তান ! আমার কত অপরাধ তো আপনি কতদিন ক্ষমার চক্ষে দেখেছেন···প্রশ্রয় দিয়েছেন ;

আমার এই নির্ব্বোধ ভাইটীকেও কি তেমনি একটু প্রশ্রয় দিতে পারেন না !

বৈরাম। না · সে হয় না আকবর।

আক। বেশ, নিতান্তই যদি শাস্তি দিতে চান তো ওর পরিবর্ত্তে—আমি পিঠ পেতে দিচ্ছি খান খানান, আমায় মারুন আপনি বিশ কোড়া ···মুক্তি দিন আমার ছোট ভাইটীকে।—

বৈরাম। আকবর !·· যাও আদম খা, তুমি মুক্ত—

আদম। শীগগির চলে এসো ভাইসাহেব, কথা আছে—

বৈরাম। দাঁড়াও আকবর, তোমায় আমার প্রায়াজন আছে—

[আদমের প্রস্থান

আক। আদেশ করুন—

বৈরাম। আদেশ নয়, আজ আমি তোমায় কটী প্রশ্ন করতে চাই।

আক। বলুন—

বৈরাম। তুমি হিন্দুস্থানের মসনদ পেয়েছ কার বাহু বলে !

আক। কেন, খান খানান বৈরাম খানের···

বৈরাম। শত্রুবেষ্টিত গৃহ, বিদ্রোহী-প্রজা-পরিপূর্ণ রাজ্য, এর মাঝখানে অনভিজ্ঞ বালক তুমি—কে এই ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে বিরাট বনস্পতির মত তোমায় বাহু বেষ্টনে ঘিরে রয়েছে ?

আক। একথা শুধু আমি কেন···সমস্ত দেশ জানে যে খান খানান বৈরাম খাঁ আকবরকে রক্ষা কচ্ছেন পিতার মমতা দিয়ে—

বৈরাম। তা যদি হয় ··সত্যই যদি বুঝে থাক আকবর,—যে আমি তোমার রক্ষক, তোমার অভিভাবক, তাহলে বিস্মিত হই ভেবে যে, কে সেই কূট-কৌশলী হীন ষড়যন্ত্রকারী যে প্রতিনিয়ত তোমায় আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলছে !—

আক। আমি উত্তেজিত—আপনার বিরুদ্ধে !

বৈরাম। নইলে আমার কার্য্যে কোন সাহসে তুমি হস্তক্ষেপ কর ! কি স্পর্দ্ধা তোমাব যে আমার অভিলষিত কার্য্যে তুমি বাধা দান কর !—

আকবর। খান খানান—

বৈরাম। খান খানান বৃদ্ধ হলেও দৃষ্টিশক্তি হীন নয়। কিছুদিন হল তোমার আচরণে, কথায়, ইঙ্গিতে, প্রতি ক্ষেত্রে তোমার এ অবাধ্যতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে ! অন্য কথা যাক্—এই পত্র পেয়েছি আমি আসফ খানের নিকট হতে ; আমি প্রেরণ করেছিলুম তাদের গড়মণ্ডল বিজযে · আর তোমার এত ঔদ্ধত্য যে তুমি সেনাপতি আসফ খান, পীরমহম্মদকে অপমানিত করে এসেছ—শুধু তাই নয়—গড়মণ্ডলপতি আহত দলপৎ শাহকে তাদের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে এসেছে ! বল—পত্রের এসব উক্তি মিথ্যা !—

আক। না…মিথ্যা নয়—তবে তারা হয়ত সব কথা আপনাকে খুলে লিখতে লজ্জা বোধ করেছে খান খানান ! আহত মৃত-প্রায় দলপৎ শাহকে আমি শুধু মুক্তিদান করিনি—তাঞ্জাম-বাহীর পরিচ্ছদে এই বাদশাহী-ভেক ঢেকে তাকে তাঞ্জামে করে আমি নিজে পৌছে দিয়ে এসেছি রাণী দুর্গাবতীর প্রাসাদ দ্বারে।—

বৈরাম। আকবর !…(নেপথ্যে কোলাহল)

আক। চুপ্, শুনুন খান খানান,—ওকি কোলাহল উঠছে !—

বৈরাম। কি হল…কি হল ওখানে—

(আব্দার রহিমের প্রবেশ)

আব্দার। শিগগির এসো বাবা,—মা কেমন কচ্ছে—

বৈরাম। কি হয়েছে তাঁর---

সেলিমা। (নেপথ্যে) ছাড়ো—আমায় ছেড়ে দাও —আমি তার কাছে যাবো—

আক। কে! কে কথা কইল—

সেলিমা। (নেপথ্যে) ওই—ওই সে—ওই সে—

(সেলিমার প্রবেশ)

আক। কে···কে তুমি! তুমি!

বৈরাম। (আকবরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন) আকবর,—ও আমার হারেম-বাসিনী!

আক। হারেম বাসিনী!—

বৈরাম। খোজা, অন্তঃপুরে নিয়ে যাও উন্মাদিনীকে—

রেলিমা। আমি যাবো না—যাবো না—

আন্দার। মা, মা, আমার মা—

[খোজার সেলিমাকে লইয়া প্রস্থান

আক। না—না—কেউ তোমায় নিয়ে যেতে পারবে না—আমি ছিনিয়ে আনব—

বৈরাম। আকবর—আকবর! এত স্পর্দ্ধা তোমার·· তুমি আমার হারেমের পবিত্রতা নষ্ট করতে চাও! আমার বেগমকে তুমি—

আক। ওঃ—আপনার বেগম! তবে? আমার ভুল হয়ে গেছে—আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি—

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

গড়মণ্ডল দুর্গাভ্যন্তর।

ভাও সিং ও রাণী দুর্গাবতীর প্রবেশ।

দুর্গা। কুমার বীর নারায়ণ এখনো ফিরে এলোনা—কোথায় গেল সে কিছু অনুমান কর্ত্তে পার ভাও সিং?

ভাও। কিছুই বুঝতে পার্চ্ছিনা মাতাজী!—মহারাজ আহত অবস্থায় গড়মণ্ডলে ফিরে এলেন, কুমার বাহাদুরও সেই রাত্রে প্রাসাদ থেকে একেবারে নিরুদ্দেশ!—

দুর্গা। হুঁ—তাইতো!

ভাও। তা হলে মোগল দূতকে কি বলব মাতাজী—

দুর্গা। মোগল দূত!—হ্যাঁ—মোগল দূতকে বল যে সেনাপতি আসফ খাঁর পত্রের উত্তর নিয়ে অবিলম্বে আমাদের এখান থেকে দূত যাবে মোগল শিবিরে এবং সে দৌত্য কার্য্য করবে গড়মণ্ডলে ফিরে এসে স্বয়ং কুমার কিশোর বীর নারায়ণ—

ভাও। কুমার বীর নারায়ণ নিজে মোগল শিবিরে যাবেন দূত রূপে?

দুর্গা। তাতে বিস্ময়ের কি আছে ভাও সিং? যিনি হিন্দুস্থানের সম্রাট হয়েও —সামান্য তাঞ্জাম-বাহীর ছদ্মবেশে এসেছিলেন আমার আহত স্বামীকে গড়মণ্ডলায় পৌছে দিতে—তাঁরই সেনা-শিবিরে আমি কি সামান্য জনকে দূতরূপে প্রেরণ কর্ত্তে পারি! কুমার বীর নারায়ণ—হ্যাঁ, রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর কুমার বীর নারায়ণ যাবে দূতরূপে এবং তার সঙ্গে থাকবে তুমি···গড়মণ্ডলের সেনাপতি।

ভাও। মাতাজী—

দুর্গা। আমি সত্যই বিস্মিত হচ্ছি ভাও সিং, যে আকবর বাদশাহ এতখানি

মহানুভব—নিজে তাঞ্জাম-বাহীরূপে আমার আহত স্বামীকে গড়মণ্ডলে পৌছে দিয়ে গেল···আজ এই পরম বিপদের মুহূর্ত্তে তারই সেনাদল আস্‌ছে গড়মণ্ডল গ্রাস কর্ত্তে !—

ভাও। আকবর শা অপরিণত-বয়স্ক বালক·· নামে সে বাদশাহ !—সাম্রাজ্যের প্রকৃত ভাগ্য-বিধাতা খান খানান বৈরাম খাঁ ! এ সেনাদল প্রেরিত হয়েছে সেই বৈরাম খাঁরেরই আদেশে। মৈত্রীর ইচ্ছা থাকলেও আকবরের কোন ক্ষমতা নেই যে বৈরামের আদেশ প্রত্যাহার করে।

দুর্গা। বৈরাম খাঁ—বৈরাম খা ! আমি যেন দিব্য-দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি ভাও সিং, আকবর ও বৈরামের সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য। বৈরাম-বৈশাখের রুদ্র-দাবদাহ; ধ্বংশের তাণ্ডবে তার—যাবে আমার গড়মণ্ডল, যাবে রাজপুতনা, জ্বলে পুড়ে থাক্ হয়ে যাবে সারা হিন্দুস্থান ! তারপর আকবর নিয়ে আসবে আষাঢ়ের ঘন বর্ষণ। সে বর্ষণে কি ফল যে ফলবে—এই দেশের মাটীতে···বিষময় কণ্টক তরু কিম্বা নব-জীবনের অমৃত ফল···কে জানে—কে জানে !

(কোলাহল)

ভাও। এ কি ! বাইরে এত কোলাহল কিসের ?

(কেশর সিংহের প্রবেশ)

কেশর। মাতাজী, সিংহল গড়ের প্রজাগণ মহারাজের অবস্থা জানতে উদ্‌গ্রীব—

ভাও। তার জন্যে এত কোলাহল কচ্ছে কেন ওরা ! ওদের কোলাহলে কি মহারাজ সুস্থবোধ করবেন ? যত সব অর্ব্বাচীন মূর্খের দল—

দুর্গা। আহা···থাক ভাওসিং, ওরা বড় অবুঝ ! ওদের বল কেশর সিং, মহারাজের অবস্থা এখনো তেমনি সঙ্কট-জনক।

কেশর। মাতাজী—

দুর্গা। দাঁড়িয়ে রইলে যে? আর কিছু বলতে চায় নাকি ওরা?

কেশর। গড়মণ্ডলে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছে মোগল-দূত···ওরা এ সংবাদ জানে। বলছে, মহারাজ যখন অসুস্থ তখন—

দুর্গা। তখন?

কেশর। যে কোন সর্ত্তে মোঘলের সঙ্গে সন্ধি করতে চায় ওরা।

দুর্গা। ওরা রাজনীতি ক্ষেত্রে শিশু; শিশু যদি না বুঝে আগুনে হাত দেয়— আগুন তো তাকে দগ্ধ করতে ছাড়ে না! মোঘলের সঙ্গে সন্ধি মানে মোঘলের দাসত্ব স্বীকার করা। বলে দাও ওদের গড়মণ্ডলের স্বাধীনতা বিকিয়ে আমি মোঘলের সঙ্গে সন্ধি করব না।

ভাও। কিন্তু মাতাজী, আমার অনুরোধ, আপনি · আর একবার এ সম্বন্ধে বিবেচনা করে দেখুন।

দুর্গা। কি বিবেচনা করব ভাওসিং—

ভাও। দুর্ব্বৃত্ত মালব-রাজ বজবাহাদুর গুপ্ত-আততায়ীরূপে আমাদের মহারাজকে আহত করেছিল; বজ বাহাদুর আমাদের পরম শত্রু! আজ মোঘল বলছে·· বজবাহাদুরকে দমন কর্ত্তে মহারাণী যদি সাহায্য করেন · তবে তারা গড়মণ্ডলের অবরোধ তুলে নেব; একসঙ্গে শত্রু দমন ও দেশরক্ষা দুই হবে মাতাজী,—এ সুযোগ ছাড়বেন না! আমার অনুরোধ, মোগলের সঙ্গে সন্ধি করুন।

দুর্গা। সন্ধি! মোঘল চায়—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে। গড়মণ্ডলের রাজপুত ধ্বংশ করবে মালব, কিন্তু সেখানেই কি যুদ্ধ বিরতি হবে ভাবছ তোমরা?

ভাও। মাতাজী—

দুর্গা। মালব-রাজকে যদি কখনো আয়ত্বে পাই, তাকে উপযুক্ত প্রতিফল দেব

তার কৃতকর্ম্মের। ব্যক্তিগতভাবে সে আমাদের পরম শত্রুর কাজ কর্ল্লেও·· সে জন্যে আমরা মালবের স্বাধীনতা হরণ কর্ত্তে পারবো না—

কেশর কেন মাতাজী ?

দুর্গা। কেন ? মালব জয় করে শ্রান্ত-ক্লান্ত-হতবল গড়মণ্ডল-বাহিনী যখন বিশ্রামের আশায় দেশে ফিরে আসবে, ঠিক সেই সময়ে যদি মোগল পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ করে গড়মণ্ডল ? কে···কে তখন রক্ষা করবে শুনি ?

কেশর আমরা মালব বিজয় করে দিলে তবু মোগল আমাদের আক্রমণ করবে ?

দুর্গা। সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার অনল ! মালব রাজ্য ইন্ধন পেলে সে অনল নিভবে না ; আরও চতুর্গুণ তেজে জ্বলে উঠবে গড়মণ্ডল, মারাবার, মেবার, সমস্ত রাজপুতনাকে গ্রাস করতে ! না না, সে হবে না, চল কেশর ! ওদের বলে আসি, রাণী দুর্গাবতী মোগলের ক্ষুধা বহ্নিতে কখনো ইন্ধন যোগাবে না। গড়মণ্ডলের প্রতি প্রাণীকে এমন করে রক্তধারা ঢালতে হবে যে সেই শোণিত-প্রবাহে অত্যাচারীর ক্ষুধার আগুণ চিরতরে নির্ব্বাপিত হয়ে যায়—

[কেশর সহ প্রস্থান

ভাও। যাঃ, সব ভেস্তে গেল ! ভেবেছিলুম বজ বাহাদুরকে দমন করতে রাণী দুর্গাবতী সব সেপাই পাঠাবে মালবে···আর সেই অবসরে গট্-গট্ করে মোগল সৈন্যেরা গড়মণ্ডলে ঢুকে আমায় বসিয়ে দেবে সিংহাসনে ! কিন্তু রাণীতো সে রাস্তাই ধরলো না ! কি করা যায় ! আচ্ছা, কুছ পরোয়া নেই···আমিও হাল ছাড়ছিনে বাবা ! মহারাজের

যে অবস্থা তাতে যে কোন মুহূর্ত্তেই তাঁর অক্কা পাওয়া আশ্চর্য্য নয়। তারপর রইল ওই রাণী দুর্গাবতী আর কুমার বীর-নারায়ণ। একটা মেয়েছেলে আর একটা বালকের হাত থেকে সিংহাসন কেড়ে নিতে পারব না? তবে আমি কিসের বীর পুরুষ!

(বীর নারায়ণের প্রবেশ)

বীর। ভাও সিং—

ভাও। কে! কুমার বীরনারায়ণ! আপনি কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন কুমার—

বীর। পরে বলছি। পিতাজী···আমার পিতাজী কেমন আছেন!

ভাও। তা আছেনও··নেইও!

বীর। কি বললে!

ভাও। মানে, আছেন—না থাকার মত—অবস্থা সঙ্কট জনক—

বীর। মাতাজী কোথায়?

ভাও। ওই প্রাসাদ অলিন্দে দাঁড়িয়ে সবাইকে উত্তেজিত কচ্ছেন মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

বীর। ওই অলিন্দে? (গমনোদ্যত) না, তুমি মাতাজীকে আমার প্রণাম জানাও·· শীঘ্র।

ভাও। যাচ্ছি কুমার, হ্যাঁ ভাল কথা, আপনিও চট্‌পট্‌ তৈরী হয়ে নিন্; আপনাকে আবার দূতরূপে যেতে হবে মোগল শিবিরে।

বীর। কেন?

ভাও। আমরা যদি মহারাজের আততায়ী দুর্ব্বৃত্ত বজ বাহাদুরের রাজ্য কেড়ে নিতে পারি...তাহলে মোগল আমাদের সঙ্গে সন্ধি কর্ত্তে চেয়েছিল।

কিন্তু মাতাজীর ইচ্ছা, মহারাজের তথা আমাদের পরম-শত্রু সেই বজ বাহাদুর বেঁচে থাক ; আমরা নাকি মোগলের সঙ্গেই লড়ব।

বীর। হুঁ—তুমি যাও।

[ভাওসিংহের প্রস্থান

বজবাহাদুর বেঁচে থাকবে ! আমার পিতার পবিত্র অঙ্গে যে অস্ত্রক্ষেপ করেছে সেই বজ বাহাদুরের সঙ্গে হবে মৈত্রী !

(বজ বাহাদুর ও দুইজন দেহরক্ষীর প্রবেশ)

বজ। মৈত্রী প্রার্থনা করিনি আমি কুমার, তুমি আমায় শাস্তি দাও !

বীর। শাস্তি ! কি শাস্তি তোমায় দেব অপরাধী ! জীবন্ত দগ্ধ করবো··· প্রাসাদ প্রাচীরে প্রোথিত করবো···তোমায় খণ্ড বিখণ্ড করে কুকুর দিয়ে খাওয়াব—কোন্ শাস্তি হবে তোমার যোগ্য...তা কিছুতে স্থির করে উঠ্‌তে পার্চ্ছিনা ! তাই নিয়ে এসেছি তোমায় আমার মাতাজীর কাছে ; তোমার বিচার করবেন স্বয়ং মাতাজী।

(রাণী দুর্গাবতীর প্রবেশ)

দুর্গা। কার বিচার কর্ত্তে হবে কুমার বীর নারায়ণ !

বীর। মাতাজী, ঐ ঐ বজ বাহাদুর—

বজ। অভিবাদন গ্রহণ করুণ মহারাণী দুর্গাবতী—

বীর। স্তব্ধ হও, মাতাজীকে অভিবাদন করতে হবেনা বজ বাহাদুর ! তোমার আত্মা বিকিয়েছ শয়তানের পায়ে—অভিবাদন কর তুমি—তোমার প্রভু জীবন্ত-শয়তানরূপী মোগল সেনাপতি পীর মহম্মদকে—

দুর্গা। পীর মহম্মদ !

বীর। গুপ্ত ঘাতকের ন্যায় ওই বজ বাহাদুর আমার পিতাকে আহত করেই কি নিরস্ত হয়েছে মাতাজী ! মোগল শিবিরে ও যোগাচ্ছে নর্ত্তকী—

দুর্গা। সে কি! না—না—এত নীচ প্রবৃত্তি বজ বাহাদুর!

বীর। আমি নিজচক্ষে দেখেছি মাতাজী,—নর্ত্তকীদের গুপ্ত-পরামর্শ দিয়ে মোগল-শিবির প্রান্তে বজ বাহাদুর পৌঁছে দিয়ে আসছে! সমস্ত দেশ উন্মাদের ন্যায় বিচরণ করেছি পিতৃঘাতীর সন্ধানে—সন্ধান পেলাম তার অবশেষে মোগল শিবির সান্নিধ্যে! সেখান হতে বন্দী করে এনেছি গড়মণ্ডলে।

দুর্গা। বজ বাহাদুর—

বজ। আমি স্বীকার কচ্ছি মহারাণী, মোগল শিবিরে আমি নর্ত্তকী প্রেরণ করেছি—

বীর। স্বীকার কর্চ্ছ! স্বীকার কর্চ্ছ! বলতে তোমার এতটুকু কুণ্ঠা বোধ হয় না!

দুর্গা। বীর নারায়ণ: ধৈর্য্য হারিও না, তুমি যাও, মহারাজ অসুস্থ…তাঁর শয্যা পার্শ্বে যাও। বজবাহাদুরের বিচার কর্চ্ছি আমি।

[বীর নারায়ণের প্রস্থান

বজ বাহাদুর!

বজ। মহারাণী—

দুর্গা। তোমার রাজ্য জয়ে সহায়তা করতে বলেছিল মোগল। তা করলে গড়মণ্ডলে রক্তপাত বন্ধ হত; আমি স্বীকৃত হইনি। তোমার মালবকে আমি বাঁচিয়েছি…পরিবর্ত্তে রক্তের বন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হয়েছে আমারই সাধের গড়মণ্ডল!—যে তোমার জন্য আমি মোগলের সঙ্গে সন্ধি করলুম না—সেই তুমি—সেই তুমি শেষে মোগলকে—

বজ। আমি তো অপরাধ স্বীকার করেছি; আপনার স্বামীঘাতী আমি… পাপের আমার অন্ত নেই। আমায় শাস্তি দিন আপনি।

প্রাণদণ্ড দিতে চান·· জীবন ভিক্ষা চাইব না···শুধু এক প্রার্থনা··· এক ভিক্ষা···সে প্রাণদণ্ড বিধানে বিলম্ব করবেন না মহারাণী! এই মুহূর্ত্তে আমায় হত্যা করুন!

দুর্গা। বজ বাহাদুর!

বজ। অভাগিনী রূপমতী! সে নিশ্চয়ই আমার সন্ধানে এতক্ষণে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে! তার প্রেমের জ্যোতি তাকে দিয়েছে সর্ব্বদর্শী দিব্য চক্ষু! সে এসে নিশ্চয় পৌছুবে এই গড়মণ্ডলে। বড় কাঁদবে সে; আমি দেখেছি, সেদিনও কেঁদেছিল···নীচ পশু আমি···তার অনাবিল প্রেমে সন্দীহান হয়ে যেদিন আহত করেছিলুম দলপৎ সাহকে··সারা দিন-রাত্রি রূপমতী আমার শিশুর মত মাটীতে লুটিয়ে কেঁদেছিল! সে কান্না আমি সইতে পারি না! বধ করুন মহারাণী, রূপমতী এসে পৌছুবার পূর্ব্বে আপনি আমায় বধ করুন!

দুর্গা। রূপমতীর চোখের জল সইতে পার না বজবাহাদুর! তবে কোন প্রাণে —কোন প্রাণে তুমি মর্ম্মান্তিক আঘাত দিলে আমার স্বামীকে? কোন প্রাণে তুমি চোখের জলে ভাসাতে চাইছ আমায়· আমার বালক পুত্র বীরনারায়ণকে. আমার গড়মণ্ডলার অগণিত প্রজাকে? সত্যই যদি আজ আমার স্বামী—ওকি!

(নেপথ্যে কোলাহল)

বীর। (নেপথ্যে) মাতাজী—মাতাজী—(প্রবেশ)

দুর্গা। বীরনারায়ণ! মহারাজ—

বীর। নেই—নেই···আমার পিতাজী পালিয়ে গেছে—

দুর্গা। পালিয়ে গেছে!

(উদ্‌ভ্রান্তভাবে চাহিতে লাগিল)

বীর। মাতাজী—তুমি অমন কর্চ্ছ কেন! মাতাজী—মাতাজী—

দুর্গা। না—পালিয়ে যায়নি—ঐ—ঐ যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আমার স্বামী! দুই বাহু সম্মুখে প্রসারিত—অঞ্জলীবদ্ধ! কি—কি বলছ প্রভু! পিপাসা, বড় পিপাসা! দাঁড়াও···দাঁড়াও প্রভু·· তোমার অঞ্জলী এই মুহূর্ত্তে পরিপূর্ণ করে দেব। (বীরনারায়ণের তরবারী লইয়া) বজ বাহাদুর, স্বামীঘাতী, দাও—রক্ত দাও—রক্ত দাও—

(রূপমতীর প্রবেশ)

রূপ। রক্ষা কর···আমার স্বামীকে রক্ষা কর মহারাণী—

দুর্গা। সরে যাও—স্বামী আমার বজবাহাদুরের রক্ততর্পণ তৃষ্ণায় অঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে। সরে যাও—স্বামীকে আমার রক্তপান করাতে দাও—সরে যাও—

রূপ। মহারাণী, মহারাণী, রক্তপান যদি করাতে চাও তো···আমার স্বামীকে বধ কর্ব্বার আগে···ওই তৃষিত আত্মাকে পান করাও তার এই ধর্ম্ম-ভগিনীর বক্ষ রক্ত। হানো—অস্ত্র হানো—

দুর্গা। ধর্ম্মভগ্নি! না···তোমরা যাও—

(তরবারি পড়িয়া গেল)

রূপ। মহারাণী—

দুর্গা। ওবে, আমি ভুল করেছি—যে বৈধব্যের যাতনায় আজ আমি সর্ব্বহারা উন্মাদিনী হয়েছি···সেই বৈধব্য দুঃখ কি কখনও আমারি স্বামীর ধর্ম্ম-ভগ্নিকে নিজের হাতে তুলে দিতে পারি! যাও, স্বামীকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাও।

[বজবাহাদুর ও রূপমতীর প্রস্থান

বীর। একি, বজ্রবাহাদুর মুক্ত! কিন্তু পিতা আমার অঞ্জলীবদ্ধ—

দুর্গা। ওরে, না—না,—যে হস্ত প্রসারিত ভেবেছিলাম রক্তের অঞ্জলী নিতে —তাকিয়ে দেখ বীরনারায়ণ, সে হস্ত কিছু নিতে চায় না— প্রসারিত হয়েছে শুধু দিতে—আশীর্ব্বাদ দিতে।

তৃতীয় দৃশ্য

মোগল শিবির

(পীর মহম্মদ ও ইয়ারগণ)

(নর্ত্তকীদের নৃত্যগীত)

আসমানী পিয়ালায় ঝলকিয়া ঝরে যায়
　　চাঁদিনীর সরাব বাহার;
তিয়াসিরা কে কোথায়, বিরহী চকোর আয়,
　　পিয়ালা করে নে উজাড়।
কুসুমের মৌশুম　আসেনাকো হরদম…
　　বসন্ত যামিনী চকিতে পোহায়;
কামিনীর যৌবন　　ছেড়ে দেহ-যৌবন
কে জানে গো হায় হায় কখন পালায়!
ভাবনা কি তায়? রঙ মহলায় এখনো দুয়ার খোলা
নাচে বোরখা ছাড়ি…নাচে স্বপন পরী
　　　　দোলে হাওয়ায় দোলে, দোলে ওড়না তাহার॥

১ম ইয়ার। বা—বা—বা। কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ—

পীর। চোপরাও! আমি পাঁচ-হাজারী মনসবদার পীর মহম্মদ খাঁ বসে

থাকৃতে—তুই ব্যাটা কেয়াবাৎ বলবার কে রে? ব্যাটা গাধা, গিধেবাড়, উল্লু—

১ম-ই। যো হুকুম জোনাবালি!

গুল। (নেপথ্যে চাহিয়া) একি! গড়মণ্ডলের লোক নয়! দেখতে হল!

[প্রস্থান

পীর। এই শোন্, বেশী সিরাজী খেয়ে আমি চোখে ঝাঁপ্‌সা দেখছি; তুই ভাল করে দেখে বল—কোনটা এর মধ্যে বেশী সুন্দরী!

১ম-ই। আজ্ঞে এইটী—

পীর। এসো, তুমি হবে তাহলে আমার বেগম!

২য়-ই। আজ্ঞে এটীও কিন্তু—

পীর। যাও! এই, তুমি এসো—

৩য়-ই। বা-বা! এটী যে ছিল দেখতেই পাইনি!

পীর। ভাগো—তুমি নামঞ্জুর। এসো চলে এসো—বেগম বাহার—

(গুলনেয়ারের পুনঃ প্রবেশ)

গুল। বন্দে গি জোনাব—

পীর। কে!

গুল। (এই গুলনেয়ারকে ফেলে আপান ওদের পছন্দ কচ্ছেন—)

পীর। ও! গুলনেয়ার! আইয়ে ··আইয়ে আসমানের ফুল—রূপের নাই তুল—তোমায় দেখে অবধি এ গোলাম মস্তানা বিলকুল—

গুল। ঐ চাপদাড়ী শোভিত চাঁদমুখ দেখে অবধি আমারও কলিজায় বিঁধেছে মহব্বতের হুল!

পীর। আ মরি মরি মরি! কি বাক্যি ছটা! যেন ডাঁসা পাকা কুল! গুলনেয়ার, আমি তোমায় প্রধানা বেগম কর্ব্ব।

গুল। তবে এদের সব বিদেয় করুন!

পীর। ভাগো···সব ভাগো! (সকলের প্রস্থান) দেখ সুন্দরী গুলনেয়ার, ঐ তোমাদের রাজা বজ বাহাদুর···ও ব্যাটাকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনে—

গুল। কারণ, শুনেছি মহারাণী রূপমতী হুজুরের পিঠে একদিন আগ্রাই নাগ্রাজুতি বসিয়েছিলেন—

পীর। আমি দেখে নেব·· বজবাহাদুরকে একেবারে কঁচুকাটা করে ফেলব! এত আস্পর্দ্ধা তার রাণীর! কিচ্ছু ভেবনা, শাসন করে দিচ্ছি—সেই দাম্ভিকাকে! এত স্পর্দ্ধা!

গুল। আজ্ঞে আস্পর্দ্ধা নয়...বরং বেরসিক বলুন। নইলে আপনার মত রসিকজনের কদর বুঝলে না! ঐ জন্যই তো আমরা সবাই মিলে মালব রাজ্য ছেড়ে এলুম হুজুরের কাছে!

পীর। গড়মণ্ডলে দূত পাঠিয়েছি—দেখি, কি উত্তর আসে সেখান থেকে—

(প্রহরীর প্রবেশ)

কি সংবাদ—

প্রহরী। গড়মণ্ডলের দূত—

পীর। এসেছে! যাও নিয়ে এসো!

[প্রহরীর প্রস্থান

তুমি তাহলে একটু পাশের ঘরে যাও—

গুল। সেকি, আমি যে আপনাকে চোখের আড়াল করে এক লহমা থাকতে পারবনা হুজুর!

পীর। কিন্তু রাজকার্য্য—

গুল। আপনি যখন রাজকার্য্য করবেন—আমি আপনাকে আদর করে সরাব পান করাব ভবিষ্যৎ আচ্ছা থাকবে—,

পীর। বেশ—বেশ—তাই হবে।

(ভাওসিংহের প্রবেশ)

ভাও। বন্দেগি হুজুর—

পীর। এই যে ভাওসিং! তুমিই গড়মণ্ডলের দূত না কি?

ভাও। না—হ্যাঁ—হুজুর, জেনানা!

পীর। ওঃ—এটী আমার বেগম! একে সঙ্কোচ করবার কিছু নেই · খুলে বল সব কথা—

ভাও। যা বলবার বলতে এসেছে—গড়মণ্ডলের কুমার বীর নারায়ণ—

পীর। এই শিবিরে···গড়মণ্ডলের কুমার!

ভাও। হ্যাঁ, দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি—শুনুন · হুজুর, খবর বিশেষ সুবিধে নয়·· রাণী মালব আক্রমণ কর্ব্বেন না—

পীর। কি! করবে না—

ভাও। আস্তে! কুমার শুনতে পাবে! আর এক শুভ সংবাদ শুনুন—রাজা দলপৎশাহ মৃত—

পীর। ইয়ে আল্লা! তাহলে তো এবার কেল্লা ফতে!

ভাও। আঃ—আস্তে! কাজ যত সহজ ভাবছেন—ঠিক তত সহজ নয়। ভাল বুদ্ধি দিচ্ছি শুনুন—কুমার যখন এই শিবির ছেড়ে যাত্রা করবে—বন্দী করে একেবারে সোজা আগ্রায় চালান; আর শুনুন, কেল্লার দক্ষিণ দিকে সিংহল-গড়-দরজার চাবি আমার হাতে ···প্রয়োজন হয়তো অমাবস্যার রাত্রে—

বীর নারায়ণ। (নেপথ্যে) ভাওাসং—

ভাও। সরিয়ে দিন—সরিয়ে দিন—

[গুলনেয়ারের প্রস্থান

আসুন···আসুন কুমার—
(জনান্তিকে পীব মহম্মদকে) খবর্দ্দার, সামনে মেজাজ দেখাবেন না— (প্রকাশ্যে)
আসুন—সব কথা বুঝিয়ে বললুম মনসবদারকে—

(বীব নাবাযণের প্রবেশ)

বীর। এই মনসবদার !

ভাও। হ্যাঁ—পাঁচ হাজারী মনসবদার পীর মহম্মদ খাঁ—

পীর। জঙ্গবাহাদুর—

ভাও। ·· জঙ্গবাহাদুব !

বীর। কিন্তু আমি চাই আসফ খাকে।

ভাও। আসফ খাঁ বড্ড গোঁয়াড় ! ইনিই আমাদেব হযে তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলবেন—কি বলেন মনসবদার ?

পীর। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমায় বললেই তাঁকে বলা হবে। তারপর, শুনলুম আপনারা নাকি মালব আক্রমণে অসম্মত ?

বীর। আপনি ঠিকই শুনেছেন—

পীর। তার কারণ !—

বীর। কারণ · যে জাতি চিন্তায়, বুদ্ধিতে, বাহুবলে, সকল বিষয়ে স্বাধীন—সে কখনো অন্যের স্বাধীনতা অপহরণ করতে পারে না।

পীর। হুঁ ! আপনার দৌত্যের দ্বিতীয় কারণ ?

বীর। আমার পিতা স্বর্গগত! সমস্ত গড়মণ্ডল তাঁর শোকে মুহ্যমান! আপনাদের যুদ্ধ পিপাসা আমরা অতৃপ্ত রাখব না—শুধু পক্ষকাল —পক্ষকালের জন্য যুদ্ধ বিরতি প্রার্থনা করি।

পীর। না—না—সে কখনো—

ভাও। (জনান্তিকে) মনসবদার—মনসবদার—

পীর। ওঃ! আচ্ছা, এবিষয়ে বিবেচনা করে পরে খবর পাঠাব—

বীর। শুনেছি আকবর বাদশা বীর···মহাপ্রাণ···তাঁর সেনাপতি আপনি·· আশা করি আপনার কাছে সুবিবেচনাই পাব।

ভাও। নিশ্চয়—নিশ্চয়—চলুন কুমার, কেল্লায় চলুন! (জনান্তিকে পীরমহম্মদকে) এখন নয়···পিছন থেকে—

[প্রস্থান

[পীর মহম্মদের ইঙ্গিত দেহরক্ষীদের প্রবেশ ; তাহাদের লইয়া অনুসরণ

বীর। (নেপথ্যে) একি! আমি বন্দী। বিশ্বাসঘাতক মোগল—

পীর। (নেপথ্যে) আগ্রায়—সোজা আগ্রায়—

(গুলোনেয়ারের চিঠি লইয়া প্রবেশ ও পাঠ)

গুল। কুমার বীর নারায়ণকে বন্দী করিয়া আগ্রায় চালান, অমাবস্যার রাত্রি তৃতীয় প্রহরে সিংহল গড় দরওয়াজা·· চাবি ভাও সিংহের নিকট।··· ব্যস—রাজিয়া,—আমার রংদারী পায়রা—রংদারী পায়রা।—

(পায়রা লইয়া রাজিয়ার প্রবেশ)

এসো রংদার, কুমাব বীর নারায়ণ যাক্ আগ্রার দিকে ; আর তুমি চিঠি নিয়ে উড়ে যাও হাওয়ার আগে মালবরাজ বজবাহাদুরের কাছে—

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

আগ্রার প্রসাদ কক্ষ

(আকবর ও আদম খাঁর প্রবেশ)

আক　ছিঃ—ছিঃ—আদম খাঁ! রাত্রিদিন এমনি করে সিরাজির নেশায় বিভোর থাকবে!

আদম। নেশা করি সাধে ভাই সায়েব? সজ্ঞানে থাকলেই দুষ্ট-বুদ্ধির পোকাগুলো মাথার ভেতর কিলবিল করে ওঠে! প্রাসাদের চারিদিকে কেবল কূট-রাজনীতি আর ষড়যন্ত্র! তাইতো সব দেখে শুনে নেশায় বুঁদ হয়ে আছি—

আক। না—না—এ তোমার অন্যায়!

আদম। একদিকে তুমি বকছ নেশা করি বলে...আর ওদিকে বৈরাম খাঁ বকছেন নেশা না করে রাজনীতির মধ্যে ওঁৎ পাতি বলে···তবে আমি কোথায় দাঁড়াই—বলতো? বৈরাম খাঁ তো এই চক্ষু-শূলটিকে বিদেয় করবার জন্য ঢালা হুকুম দিলেন, যাও, মালব বিজয়ে যাও। তুমিও বল ভাই সায়েব,—আমি তবে সেই মালবেই চলে যাই—

আক। মালব বিজয়! কেন—

আদম। বৈরাম খাঁর মর্জ্জি—ব্যস—আবার কেন কি?

আক। বজবাহাদুর রূপমতীর রাজ্য! না—না—সে রাজ্য গ্রাস করতে হবে না—

আদম। ব্যস—এই তো মরদ-কি-বাত! চললুম আমি, বৈরাম খাঁর নাকের ডগায় তলোয়ার ঘুরিয়ে বলে আসি···তোমার হুকুম শুনবো না—কারণ মালব আক্রমণে বাদশার নিষেধ—

(প্রস্থানোদ্যত)

আক। খান খানানের হুকুম! আদম খা—আদম খা—

আদম। আমায় ডাকলে ভাই সায়েব!

আক। না—না—খান খানানের হুকুম—আমি কে? কি অধিকার আমার এযুদ্ধ নিবৃত্ত করতে যাও—তুমি যাও আদম খাঁ,—খান খানানের হুকুম প্রতিপালন করগে—

আদম। ওঃ·· বেশ! চললুম তবে মালব জয়ে! কিন্তু যাবার আগে একটী কথা—খান খানানের হুকুমে যা কর আর তা করো—দেখো—শেষ পর্য্যন্ত তোমার সেলিমা-বানুকে কিন্তু বৈরামের হাতে তুলে দিও না—

[প্রস্থান

আক। সেলিমা বানু—আমার সেলিমা বানু! ঠিক সেই মুখ···সেই চোখ—সেদিন দেখেছিলুম বৈরাম খাঁনের গৃহে! কিন্তু—কেমন করে সে আসবে সেখানে? না—না, এ হতে পারে না—আমি ভুল দেখেছি—আমার সর্ব্বক্ষণের চিন্তা আমার স্বপ্ন-মানসীর মূর্ত্তি লয়ে বিভ্রান্ত করেছিল আমায়; তাই উন্মাদের ন্যায় সেদিন ছুটে গিয়েছিলুম বৈরাম খাঁনের অন্তঃপুর অভিমুখে। ছিঃ ছিঃ, খান খানান—কি ভাবলেন—কি ভুলই আমি করেছি সেদিন!

(মাহুম আঙ্গার প্রবেশ, সঙ্গে সেলিমা)

মাহুম। সেদিন যদি ভুল করে থাক—দেখতো আকবর, আজও ভুল কর্চ্ছ কিনা—

আক। একি! সেলিমা!

সেলিমা। আকবর!

আক। সেলিমা,—তুমি কোথা হতে এলে—

সেলিমা। আমায় লুকিয়ে নিয়ে এসেছেন মাহুম আঙ্গা বৈরাম খানের অন্তঃপুর হতে।

আক। বৈরাম খাঁনের অন্তঃপুরে তুমি!

সেলিমা। তোমার সন্ধানে এসেছিলুম ফার্গানা হতে হিন্দুস্থানে। ঝড়ের রাত্রে আহত অবস্থায় আমি নীত হই বৈরামের অন্তঃপুরে; শুনেছি আমার পূর্ব্বস্মৃতি মুছে গিয়েছিল - চিকিৎসায় এখন সুস্থ হয়েছি।

আক। সেলিমা—

মহাম। সেলিমা সুস্থ হয়েছে,—কিন্তু মদগর্ব্বে অপ্রকৃতিস্থ হয়েছে বৈরাম—সে স্থির করেছে, বিবাহ করবে ঐ সেলিমাকে।

আক। সে কি!

সেলিমা। তোমার কাছে এসেছি আকবর, আর আমার কিসের ভয়?

মাহুম। কিসের ভয়? কাকে ভয়? বৈরাম খানের ঔদ্ধত্য আকাশ স্পর্শ করতে চায়! আর তুমি বালক নও, অক্ষম নও আকবর! ভেঙ্গে ফেল এইবার বৈরামের প্রভুত্ব গর্ব্ব···কঠোর হস্তে ধর তোমার পিতৃপুরুষের শাসন দণ্ড।

আক। আঙ্গা—

মাহুম। স্পর্দ্ধা তার এতখানি সীমা ছাড়িয়ে গেছে—যে সে চায় আকবরের মনোনীতা পত্নীকে হুমকি দিয়ে কেড়েনিতে! বোসো বোসো আকবর, মেঘমুক্ত ভারত-সম্রাটরূপে আগ্রার মসনদে—সমস্ত শাসন ভার কেড়ে নাও বৈরামের হাত থেকে···প্রেরণ কর তাকে লৌহ-কারাগারে।

আক। বৈরাম খাঁনকে প্রেরণ করব আমি কারাগারে!

মাহুম। তাতে কি অন্যায় হবে আকবর? যে তোমার প্রিয়তমাকে ছিনিয়ে নিতে চায়—

আক। আঙ্গা—আঙ্গা ! আমায় উত্তেজিত কোরনা আঙ্গা !

মাহুম। আকবর !

আক। আমায় ক্ষমা করো আঙ্গা, প্রয়োজন হলে সেলিমাকে নিয়ে চলে যাবো দূর দেশান্তরে—কিন্তু তবু প্রিয়তমার জন্য আমি আমার পিতৃতুল্য বৈবামকে কারাগারে প্রেরণ করতে পারব না···পারব না।

মাহুম। এই তোমার স্থির-সিদ্ধান্ত আকবর ! বৈরামের স্বেচ্ছাচার তা হলে এমনি অবাধ গতিতে চলবে চিরদিন ? তবে আমায়···আমায় প্রয়োজন কি ? আমায় বিদায় দাও আকবর, এর চেয়ে আমায় তুমি মক্কা-সরিফে পাঠিয়ে দাও।

[প্রস্থান

আক ! আঙ্গা—আঙ্গা ! বাগ করে চলে গেলেন আঙ্গা ?

সেলিমা। আবার আসবেন···রাগ পড়লেই আবার আসবেন। মা কি কখনো সন্তানেব ওপর অভিমান করে তাকে ত্যাগ করে চলে যেতে পারেন !

আক। ঠিক বলেছ সেলিমা ! আমি জানি, আঙ্গা যত রাগই করুন···আমায় কিছুতে ছেড়ে যেতে পারেন না।

সেলিমা। আকবর, আকবর, কতদিন পর আবার তোমার দেখা পেলাম প্রিয়তম !

আক। যেন এক যুগ.. এক যুগ কেটে গেছে সেলিমা ! সেই উদ্ভিন্ন-কৈশোরে ফার্গানার দ্রাক্ষা কুঞ্জবন, নির্ঝরিণী তীরে সেই দুটী ক্রীড়ামত্ত কিশোর কিশোরী ! কোথায় সেই ফার্গানার ছায়াচ্ছন্ন উষালোকের চঞ্চল পথিক—কোথায় আগ্রার এই মণি-মানিক্য-খচিত-হর্ম্ম্যতলে রৌদ্র-দীপ্ত দুটী তরুণ তরুণী। সেলিমা, আজ আমাদের এই আকস্মিক মিলন···এ মিলনের আনন্দকে চিরতরে অক্ষয় করে

রাখতে চাই প্রিয়া। বল, তুমি কি চাও? এমন কিছু প্রার্থনা কর যা আজকের স্মৃতিকে চিরদিন জাগিয়ে রাখবে!

সেলিমা। তোমায় পেয়েছি—এর চেয়ে বড় চাওয়া…এর চেয়ে বড় পাওয়া·· আমার জীবনে আর কি থাকতে পারে প্রিয়তম!

আক। তবু চাও · তবু নিতে হবে! বল কি চাই?

সেলিমা। সত্যই যদি কিছু চেয়ে নিতে হয়—তা হলে · তাহলে চাইছি—হ্যাঁ, মনে পড়েছে, একটী বন্দীর মুক্তি—

আক। বন্দী!

সেলিমা। হ্যাঁ, কাল এসেছে রাজপুতনা হতে! কিশোর কুমার,—

আক। কিশোর কুমার! খোজা—(খোজার প্রবেশ) আমার পাঞ্জা নিয়ে যা—কারারক্ষীকে পাঞ্জা দেখিয়ে·· কাল রাজপুতনা হতে যে বন্দী এসেছে·· তাকে নিয়ে আয় এখানে।

[খোজার প্রস্থান

সেলিমা—

সেলিমা। অন্তঃপুরে আমার শয়ন কক্ষের বাতায়ন হতে শুনছিলুম তার কণ্ঠস্বর; কথা কইছিল বন্দী খান খানানের সঙ্গে। কখনো মেঘমন্দ্র গম্ভীর নিনাদ…কখনো কণ্ঠ অশ্রু-বাষ্পাকুল! বড় কৌতুহল হল তাকে দেখতে—ঝিলিমিলির ফাঁক দিয়ে দেখলুম, কিশোর বালকমূর্ত্তি—রক্তবর্ণ চক্ষু·· কুঞ্চিত ভ্রূযুগল…যেন তিরস্কার কর্চ্ছে মোগল রাজ-শক্তির অনাচারকে, ঘৃণা কর্চ্ছে প্রাসাদের বিলাস সম্ভারকে!

আক। সেলিমা—সেলিমা—

সেলিমা। কিশোর বালকের সে বীর মূর্ত্তির কি তুলনা দেব আমি? মনে হ'ল…সে যেন…সে যেন নির্য্যাতীত নিপীড়িত ভারতবর্ষের বিদ্রোহী-আত্মা! সমস্ত রাত ঘুমুতে পারিনি…প্রাসাদের ভিত্তিতলে, দেয়ালে,

ছাদে, চতুর্দ্দিক হতে কেবলি শুনতে পেয়েছি—যেন সেই বিদ্রোহী-আত্মার শৃঙ্খল ঝঞ্চনা।

বীর নারায়ণ। (নেপথ্যে) বাদশাহ…বাদশাহ আকবর—

সেলিমা। ঐ · ঐ তার কণ্ঠ!

(সেলিমার অন্তরালে গমন)

(বীর নারায়ণের প্রবেশ)

বীর। কোথায় বাদশাহ আকবর? এই যে—বাদশাহ!

আক। একি! বীরনারায়ণ—

বীর। বাদশাহ আকবর! তোমার দেখা পেয়েছি এতক্ষণে—বৈরাম খাঁকে কত অনুনয় করলুম…সে দিলে না সাক্ষাৎ করতে তোমার সঙ্গে!

আক। বীরনারায়ণ, তুমি কি প্রকাবে বন্দী হলে?

বীর। আমিও সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব বলে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেছিলাম তোমার। যে তুমি…ভারতের মহাপরাক্রান্ত বাদশা হয়েও…একদিন দেবদূতের মহত্ত্ব নিয়ে…সামান্য তাঞ্জাম-বাহীর ছদ্মবেশে আমার আহত পিতাকে পৌছে দিয়ে এসেছিলে গড়মণ্ডলায়—সেই মহানুভব সম্রাট তুমি,…তোমার শিবিরে দূতরূপে উপস্থিত হয়ে শেষে বন্দীত্ব বরণ করতে হল আমায়?

আক। তুমি সেনা শিবিরে গিয়েছিলে·· দূতরূপে!

বীর। আমার পিতা পরলোকগত; তাই পক্ষকালের যুদ্ধ-বিরতির প্রার্থনা নিয়ে গিয়েছিলুম।

আক। পরলোকগত দলপৎ শাহ? কি আশ্চর্য্য! খানখানান তো আমায় এ সমস্ত সংবাদ গোপন রেখেছেন!

বীর। শোকাচ্ছন্ন গড়মণ্ডল সকাতরে প্রার্থনা নিয়ে এল তোমার দ্বারে…

পক্ষকাল···শুধু পক্ষকাল তাকে অবসর দিতে—মৃত আত্মার উদ্দেশ্যে দুফোঁটা চোখের জল ফেলতে; সে অবকাশ তাকে দিলেনা বাদশাহ! পরিবর্তে নীচ আততায়ীর মত বন্দী করে আনলে তার প্রেরিত দূতকে! বাদশাহ, এই কি তোমার বিচার! সদ্য-বিধবা, শোকাতুরা মা জননী আমার আশাপথ চেয়ে! সেই আমার জননীকে—

আক। বীরনারায়ণ—বীরনারায়ণ, তুমি চুপ কর বীরনাবায়ণ! একটু অপেক্ষা কব, পার্শ্বের কক্ষে একটু অপেক্ষা কর।

[বীরনারায়ণের প্রস্থান

সাম্রাজ্য—সাম্রাজ্য! সাম্রাজ্য আমার টলে উঠেছে—বিরাট ভূমিকম্পে মোগল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে চুরে ধুলোর সাথে মিশিয়ে যেতে বসেছে! না না, সে হবে না, আমার পিতৃ-পিতামহের এ রাজ্যকে আমি এমন করে ধ্বংশ হতে দেবনা। কৈ হ্যায়, বৈরাম খাঁ, বৈরাম খাঁ!

(বৈবাম খানের প্রবেশ)

বৈরাম। আমায় স্মরণ কর্ব্বার পূর্ব্বেই আমি নিজে তোমার কাছে এসেছি আকবর, তোমার আচরণের কৈফিয়ৎ জিজ্ঞাসা কর্ত্তে।

আক। কৈফিয়ৎ!

বৈরাম। হ্যাঁ, কৈফিয়ৎ! মাহুম আঙ্গার সাহায্যে আমার অন্তঃপুর-নিবাসিনীকে কোন সাহসে...কোন স্পর্দ্ধায় তুমি এনে আটক করে রেখেছ তোমার গৃহে! এত জঘন্য প্রবৃত্তি···এত উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র তোমার!

আক। খান খানান বৈরাম খাঁ, পিতৃতুল্য সম্মান দিয়েছি আপনাকে, তাই

শুধু আপনি বলে নিস্তার পেলেন ; অন্য যে কেউ একথা উচ্চারণ কর্লে আকবর তাকে ক্ষমা করত না।

বৈরাম। আকবর!

আক। আপনার হারেম নিবাসিনীকে হরণ করিনি—গ্রহণ করেছি ; বন্দী করে রাখিনি—মুক্ত করে এনেছি তাকে আমারি হারেমে। কারণ—

বৈরাম। কারণ—

আক। ...কারণ সে হিন্দুস্থানের ভাবী-সম্রাজ্ঞী সেলিমা বেগম।

বৈরাম। সেলিমা—তোমার সেলিমা!...ফাগানা হতে যাকে তুমি—না না, মিথ্যা কথা! এত বড় ভুল—বৈরাম খাঁ কখনো করতে পারেনা!

আক। ভুল মানুষেই করে এবং বৈরাম খাঁও মানুষ।

বৈরাম। না না, আমায় ভাবতে হল ভাবতে হ'ল!

আক। দাঁড়ান খানখানান—যে জন্য আপনাকে স্মরণ করেছিলাম—

বৈরাম। কি!

আক। গড়মণ্ডলের দলপৎ শাহ মৃত, এ সংবাদ তো আমায় জানানো হয় নি!

বৈরাম। প্রয়োজন হয়নি...তাই!

আক। তার পুত্র বীরনারায়ণ যখন দূতরূপে মোগল শিবিরে গিয়েছিল সেই সময়ে তাকে কৌশলে বন্দী করে আগ্রায় আনা হয়েছে—এ সংবাদও কি আমায় জানাবার প্রয়োজন ছিল না?

বৈরাম। না, কিসের প্রয়োজন তোমার!

আক। বীরনারায়ণকে বন্দী করে আপনি কি করবেন?

বৈরাম। প্রয়োজন হলে বধ করব।

আক। বধ করবেন!

বৈরাম। গড়মণ্ডলের রাণী দুর্গাবতীর কাছে আমি পত্র প্রেরণ করেছিলুম ; রাণী যদি আত্মসমর্পণ না করে—তার ফলে—বীরনারায়ণের মৃত্যু—রাণী পত্রের এই উত্তর পাঠিয়েছেন—

(পত্র দান)

আক। হুঁ—কি স্থির করেছেন এখন ?

বৈরাম। বীরনারায়ণের মৃত্যু।

আক। বীরনারায়ণের মৃত্যু—বীরনারায়ণের মৃত্যু! পানিপথ যুদ্ধে বন্দী মহাবীর হিমুকে একদিন বধ করতে বলেছিলেন আমায়—আমি অস্বীকৃত হয়ে তরবারি ফেলে দিয়েছিলুম···নিজে বধ করলেন সেই মহাবীর হিমুকে! আপনি কি মনে করেন খানখানান বৈরাম খাঁ,—যে সেদিন বালক আকবরকে যেমন করে রক্ত চক্ষে বশ করে রেখেছিলেন·· আজও তেমনি আমায় নির্ব্বাক করে রেখে সেই বন্দী হত্যার পুনরভিনয় কর্ব্বেন ?

বৈরাম। এতক্ষণ একেবারে স্থির-সঙ্কল্প না হলেও···এবারে আমি স্থির-সঙ্কল্প। বীর নারায়ণকে হত্যা করব। উদ্ধত বালক আকবর,—সাম্রাজ্যের সর্ব্বভার মাথায় তুলে যে দাঁড়িয়ে আছে—তার ওপর তোমার এই ঔদ্ধত্যের অবসান করবার জন্যেই আজ বীরনারায়ণের হত্যা প্রয়োজন।

আক। উদ্ধতকে শিক্ষা দিতে বীরনারায়ণের হত্যা প্রয়োজন নয়···প্রয়োজন তার মুক্তি—এবং সে মুক্তি দেবে তাকে এই আকবর।

বৈরাম। তুমি তাকে মুক্তি দেবে! কোন অধিকারে ?

আক। আমি ভারত সম্রাট, সেই অধিকারে—

বৈরাম। তুমি ভারত সম্রাট! আর জানো না যে বৈরাম খাঁ—ভারত সম্রাটের—

আক। · ভূতপূর্ব্ব অভিভাবক।

বৈরাম। ভূতপূর্ব্ব !!!

আক। হ্যাঁ—এই মুহূর্ত্ত হতে আপনি আর আমার অভিভাবক নন। এখন হতে আমি স্বাধীন—স্ব-প্রতিষ্ঠিত·· মোগল-সাম্রাজ্যের ভাগ্য-বিধাতা—আবুল ফতে জালালুদ্দিন মহম্মদ আকবর বাদশাহ গাজী।

বৈরাম। হুঁ—বৈরামখাঁকে অপসারিত করবে! নির্ব্বোধ 'বালক আকবর, জানো না যে কালসর্পকে আহত করে আঘাতকারী কখনো নিস্কৃতি পায় না! সাম্রাজ্যের সেনাবল এই বৈরাম খাঁনের অধীনে আগ্রার প্রতি ওমরাহ-অমাত্য চালিত হয়—বৈরামের অঙ্গুলী হেলনে! সেই বৈরামকে অপমানিত করে—স্বাধীন সম্রাটরূপে বসবে—তুমি মোগল মসনদে! উত্তম, এ দুঃসাহসের প্রতিফল নিতে প্রস্তুত হও আকবর—

(মাহুম আঙ্গা ও ওমরাহগণের প্রবেশ)

মাহুম। তার পূর্ব্বে নিজ কর্ম্মের প্রতিফল নিতে প্রস্তুত হও তুমি বৈরাম খান—

বৈরাম। একি! আব্দুল সুলতান পুরী! মির্জ্জা এনায়েত উল্লা! হামিদখান হাবসি! তক্তবেগ কাবুলী! আমার বিশ্বস্ত ওমরাহগণ, তোমরা এসেছ! বন্দীকর, বন্দীকর ওই উশৃঙ্খল বালককে—

তক্তবেগ কাবুলী। হ্যাঁ—বন্দী করব—বন্দী করব! আদেশ করুন শাহান-শা, আমরা বন্দী করি এই বিদ্রোহী খানখানানকে—

বৈরাম। আমায ! বিশ্বাস ঘাতকেব চক্রান্ত ! উত্তম, বন্দী যদি হতে হয় আমায় —তাব আগে নিজহস্তে—তবে—

আকবরেব মাথায তরবারি তুলিল—পশ্চাৎ হইতে বীরনারায়ণের প্রবেশ ; তাহার তববারীব আঘাতে বৈরামেব অস্ত্র পড়িযা গেল।

মাহুম। বন্দী কব—বৈরামকে বন্দী কব—

(সকলে ধবিতে গেল)

আক। না—না—বন্দী কর না—

সকলে। শাহান শা !

আক। সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব হারিয়ে বৈরাম খাঁন উন্মাদ হতে পারেন—কিন্তু তা বলে আমি তো উন্মাদ হইনি ! খান্‌খানান,—আপনি মুক্ত। হীরা, জহরৎ, জায়গাব, হিন্দুস্থানেব যে কোন রাজ্য খণ্ড ইচ্ছা করেন ·· তাই নিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করুন।

বৈরাম। আকবর—আকবর—

আক। বলুন কি চাই ?

বৈরাম। প্রয়োজন নেই আর রাজ্যে প্রযোজন নেই। বিদ্রোহী আমি··· আমার সম্পূর্ণ ভাবে তোমার আয়ত্ত্বে পেয়েও তুমি যখন এত অনুকম্পা দেখালে·· তখন এই প্রার্থনা, আমায় মক্কা সরিফে পাঠিয়ে দাও ; জীবনের অবশিষ্ট দিন আমায় মক্কা শরিফে কাটাতে দাও—

আক। মক্কা শরিফে ! উত্তম, তাই হবে খানখানান ! যাও আঙ্গা,—খান-খানানের মক্কা যাবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা কর।

[বীরনারায়ণ ও আকবর ব্যতীত সকলের প্রস্থান

বীর। আর আমার ব্যবস্থা কি হবে বাদশাহ ?

আক। তোমার জননীকে খানখানান পত্র প্রেরণ করেছিলেন—গড়মণ্ডল আত্মসমর্পণ না করলে তোমায়—বধ করা হবে। সে পত্রের কি উত্তর দিয়েছেন রাণী দুর্গাবতী···এই দেখ —

(পত্র দান ও বীরনারায়ণের তাহা পাঠ)

বীর। জননী দুর্গাবতী রাজপুত-জননীর মতই উত্তর দিয়েছেন শাহান শা। আত্মসমর্পণ বা অধীনতা বরণ মানে মৃত্যু বরণ। তাঁর এক পুত্র আগ্রায় বন্দী—কিন্তু শত-সহস্র পুত্র রয়েছে গড়মণ্ডল। এক বীর-নারায়ণকে মুক্তি দিতে—জননী দুর্গাবতী তাঁর শত-সহস্র বীর-নারায়ণকে মৃত্যুর কবলে অর্পণ করবেন না। · আমি চাই না—চাই না মুক্তি—রাণী দুর্গাবতীর সন্তান আমি···মৃত্যু প্রার্থনা করি বাদশাহ তোমার কাছে—

আক। মৃত্যু প্রার্থনা কর !

বীর। হ্যাঁ—মৃত্যু প্রার্থনা করি—নিজের জীবনের বিনিময়ে আমি আমার স্বদেশের শত সহস্র ভাইয়ের জীবন বলিদান দিতে দেব না। দাও—মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও—

আক। চমৎকার ! সেলিমা, সেলিমা, চলে এসো।

(সেলিমার পুনঃ প্রবেশ)

আকবরের মাতৃ-গর্ভজাত কোন ভাই থাকতো যদি· তাকে যেমন সমাদর করতে·· ঠিক তেমনি সমাদরে—গ্রহণ কর আমার এই হিন্দু ভাইকে। আয়োজন কর এর গড়মণ্ডল যাত্রার।

বীর। শাহান শা !

আক। গড়মণ্ডলের স্বাধীনতা বিনিময়ে এ মুক্তি নয় ! তোমার এ মুক্তির মূল্য প্রেমের বিনিময়—হিন্দুর সাথে মুসলমানের পবিত্র প্রেমের বিনিময় !

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গড়মণ্ডল দুর্গ।

ভাওসিং ও অধর।

ভাও। বাণী এখনো স্বীকৃতা হলেন না—সন্ধিব প্রস্তাবে কিছুতে স্বীকৃতা হলেন না।

অধর। না, মাতাজী বলছেন—সন্ধি মানে আত্মসমর্পণ—গড়মণ্ডলের স্বাধীনতা বিক্রয়। সে তিনি কিছুতে হতে দেবেন না।

ভাও। কিন্তু অগনণ মোগল সেনার বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র গড়মণ্ডল কতক্ষণ যুদ্ধ কববে সচীব? যে কোন মুহূর্ত্তে যদি তাবা—

প্রাচীব পরে দেখা গেল প্রহবী তূর্য্য নিনাদ কবিতেছে।

ভাও। একি, সহসা তূর্য্য নিনাদ হ'ল কেন?

অধব। এই গভীর নিশিথে অমাবস্যার রাত্রে—এই গাঢ় অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে—তবে কি শত্রুসৈন্য গড়মণ্ডল আক্রমণ করল?

ভাও। ওঃ—আজ অমাবস্যা· না? বাত্রি কত?

অধর। দ্বিতীয় প্রহব অতীত প্রায়।

ভাও। দ্বিতীয় প্রহর!…আব এক প্রহব পবে—

অধর। কি?

ভাও। না—কিছু না—হয়ত শত্রুসৈন্য এসে পড়ল! চল, মহারাণীকে জাগরিত করে তুলি—আমরা মহারাণীকে জাগরিত করে তুলি।

(দুর্গপ্রাকার পরে যোদ্ধৃবেশে রাণী দুর্গাবতী দেখা দিলেন)

দুর্গা। মহারাণী চিরজাগ্রতা ভাণ্ডসিং—এবার জাগ্রত হও তোমরা।

অধর। মাতাজী—

দুর্গা। ঐ দুর্গ প্রাকার হতে আমার শান্ত্রী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখেছে—মোগল শিবির হতে অসংখ্য সেনা প্রজ্জ্বলিত মশাল হস্তে অমানিশিথীনির গাঢ় অন্ধকার বিদীর্ণ করে অগ্রসর হচ্ছে গড়মণ্ডলের দিকে। জাগ্রত হও···জাগ্রত হও ঘুমন্ত দুর্গবাসী—

(দুর্গবাসীদের প্রবেশ)

প্রস্তুত হও, তোমরা জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করতে!

ভাণ্ড। মাতাজী—মাতাজী, কেন এই অনর্থক রক্তপাত! বিশেষতঃ মোগল-হস্তে কুমার বীরনারায়ণ বন্দী—তারা পত্র দিয়েছে—গড়মণ্ডল যদি আত্মসমর্পণ না করে··তার ফলে কুমারের মৃত্যু! মাতাজী, আপনি আমাদের পানে তাকান—এখনো সন্ধি করুন—কুমারকে বাঁচান!

দুর্গা। সন্ধি করব! তোমাদের অভিমত?

কেশর সিং। কুমারকে বাঁচান—সন্ধি করুন মাতাজী?

দুর্গা। ধিক্ অপদার্থের দল—জন্মভূমিব স্বাধীনতা বিক্রয় করতে এত আগ্রহ তোমাদের!

কেশর। আপনার সন্তান—

দুর্গা। আমার সন্তান! আমি মহারাণী দুর্গাবতী···গড় মণ্ডলের মাতাজী দুর্গাবতী! আমার সন্তান এক বীরনারায়ণ নয়—আমার সন্তান তোমরা—আমার সন্তান গড়মণ্ডলের সমস্ত নরনারী। এক বীর-নারায়ণেকে বাঁচাতে···আমি আমার শত সহস্র সন্তানকে মোগলের

পদে বলি দেব না! বীরনারায়ণ আত্মাহুতি দিক্‌···আমি চাই না···সহস্রের বিনিময়ে চাই না তার একার মুক্তি!—মোগলকে আমি পত্র দিয়েছি—আত্মসমর্পণ আমি কিছুতে করব না।

(নেপথ্যে মুঘল সৈন্যের কলরব)

অধর। মাতাজী, ঐ · ঐ শুনুন মোগলের সেনা কলরব!

দুর্গা। যাও অধর, আর বিলম্ব নয়—পূর্ব্ব তোরণ দ্বারে নিয়ে যাও তোমার সেনাবাহিনী। ভাওসিং, তুমি যাও সিংহল গড়ের দিকে। আর তোমরা এসো আমার পশ্চাতে দুর্গের প্রধান তোরণে।

[প্রস্থান

(একটু পরে ভাওসিংহের পুনঃ প্রবেশ)

ভাও। (সৈনিককে ইঙ্গিতে ডাকিল) এই নাও চাবি ··সিংহল গড়ের দরজা খুলে দাও।

সৈনিক। হুজুর!

ভাও। সহস্র মুদ্রা—(সৈনিকের প্রস্থান) রাজা দলপৎশাহ মৃত—কুমার বীরনারায়ণ এতক্ষণ বৈরামখাঁর আদেশে নিহত—বাকী রইল রাণী দুর্গাবতী। এবার সিংহলগড়ের পথে পীরমহম্মদের সেনাবাহিনী এসে যখন দুর্গ দখল করবে·· তখন কোথায় রইবেন রাণী দুর্গাবতী! গড়মণ্ডলের রাজা তখন হবেন এই ভাওসিং বাহাদুর!···ঐ ঐ··· সিংহলগড়ের দিকে মোগল সৈন্যের জয়ধ্বনি—ওরা এসে পড়েছে—কেল্লার মধ্যে এসে পড়েছে—যাই, এবার ওদের সঙ্গে যোগদান করিগে—

(অধরের প্রবেশ)

অধর। কোথায় পালাবে বিশ্বাসঘাতক!

ভাও। কে ! অধর !

অধর। মোগলের সঙ্গে যোগ দিয়ে ছলনা করে মহারাণীকে প্রধান তোরণ-দ্বারে যুদ্ধে ব্যাপৃত রেখে পশ্চাৎ হতে তুমি খুলে দিয়েছ সিংহলগড়ের পথ !

ভাও। আমি ! আমি কিছু জানিনা—বিশ্বাস কর সচীব, আমি কিছু জানি না…হয়ত অন্য কেউ ষড়যন্ত্র করেছে—

অধর। অন্য কেউ—

ভাও। বিশ্বাস কর—এই তোমাব চরণস্পর্শ করে শপথ কর্চ্ছি—(পায়ে ধরিবার ছলে তরবারী খাপ হইতে খুলিয়া লইল)

অধর। একি !

ভাও। হাঃ হাঃ হাঃ ! বিশ্বাসঘাতকতা করেছি ! তার পুরস্কার স্বরূপ ওই মোগল আসছে গড়মণ্ডলের রাজমুকুট আমারি মাথায় পরিয়ে দিতে।

অধর। কথনো নয়—মোগল তোমায় রাজমুকুট দেবে না—তোমার মত কুক্কুরের মাথায় উপহার দেবে তাদের পায়ের পয়জার। আমি যাই—

ভাও। দাঁড়াও, তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

অধর। আমি যাই,—বারুদখানা—বারুদখানা—

ভাও। বারুদখানা অবরোধের আগে এই নাও তবে তোমার উপহার—

(অধরকে আক্রমণ করিতে গেল ; বীরনারায়ণের প্রবেশ)

বীর। উপহার অধর পাবে না—উপহার পাবে তোমার মত গুণধর দেশদ্রোহী।

(বীরনারায়ণ গুলি করিল ; ভাওসিং আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িল)

অধর। একি ! কুমার বীরনারায়ণ ! আপনি কেমন করে ?

বীর। সে অনেক কথা—এসে দেখি দলে দলে মোগল সৈন্য প্রবেশ কর্চ্ছে সিংহলগড়ের পথে ! তাদের ভেতর দিয়ে আত্মগোপন করে এলুম অধর ! মাতাজী, মাতাজী···কোথায় ?

অধর। মাতাজী প্রধান তোরণে শত্রুসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ কচ্ছে´ন।

বীর। কিন্তু এদিকে যে বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে পশ্চাৎদিক হতে শত্রুসৈন্য প্রবেশ কবছে কেল্লায় ! কি হবে ! কেমন করে ওদের বাধা দিই !

অধর। কি আশ্চর্য্য ! কুমার, তাকিয়ে দেখুন···মোগলসৈন্য পরস্পরে যেন যুদ্ধ কচ্ছে´ !

বীর। তাইতো ! একি ওদের আত্মকলহ—

(নেপথ্যে—জয় রাণী দুর্গাবতীর জয়)

অধর। শত্রুসৈন্য মহারাণী দুর্গাবতীর জয়ধ্বনি কর্চ্ছে !

বীর। বুঝি আত্মকলহে ওরা দ্বিধা-বিভক্ত হয়েছে ! আর কালাবলম্ব নয়—এসো অধর, উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি ওই শত্রুসৈন্য মধ্যে।

[অধরসহ প্রস্থান

(রাণী দুর্গাবতী ও সৈন্যদের প্রবেশ)

দুর্গা। প্রধান তোরণেব যুদ্ধ শেষ হ'ল। কিন্তু এমনি ভাগ্য, বিশ্বাসঘাতকতা করে কে মুক্ত করে দিলে সিংহলগড়ের পথ !

কেশর। কেল্লামধ্যে অগনণ শত্রু—ঐ ঐ এসে পড়ল এখানে ! কি হবে মাতাজী ?

দুর্গা। কিসের ভয় সৈনিক,—পৃষ্ঠে কালভুজঙ্গিনী মুক্তবেণী···বক্ষে স্বদেশমন্ত্রের অক্ষয়বর্ম্ম···করধৃত রণচামুণ্ডার বিজয়কৃপাণ···ভয়ঙ্করীরূপা আমি রাণী

দুর্গাবতী! তাকাও ভয়াতুর, এই মুখপানে,—শক্তি আহরণ কর এই নয়নবহ্নি হতে৷ শোনো শোনো সন্তান,—একাল-সমরে সৈনাপত্য নিয়েছি যখন . তখন প্রয়োজন হলে দশভূজা মহিষমর্দ্দিনারূপ দেখতে পাবে আমাব৷ এসো—এসো মোগল—এই স্বাধীনতা পূজারিণী ভারত ললনার চণ্ডমুণ্ডঘাতিনী মূর্ত্তি দেখে যাও! এগিযে এসো—নবমুণ্ডেব মাল্য রচনা কবব—ভীমা, ভৈরবী আমি, অবাতির কবন্ধ হতে তপ্তবক্ত পান করব·· রক্তপান করব।

(বজবাহাদুরের প্রবেশ)

বজ। রক্ষা কর—রক্ষা কব মাতা,—আমি শত্রু নই—আমি বজবাহাদুব।

দুর্গা। বজবাহাদুর!

বজ। পূর্ব্বাহ্নে বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পেয়ে সসৈন্যে এসেছি মা, সিংহলগড় পথে। বিতাড়িত মোগলসৈন্য, ঐ দেখ জননী, পালিয়ে যায় দুর্গ ত্যাগ করে। গড়মণ্ডল নিরাপদ মাতা,—গড়মণ্ডল শত্রুশূন্য।

দুর্গা। বজবাহাদুর, ভাই! তোমার বীরত্বে আমি গড়মণ্ডল ফিরে পেলুম।

(বীরনারায়ণের প্রবেশ)

বীর। মাতাজী—মাতাজী—

দুর্গা। একি! কুমার বীরনারায়ণ!

বীর। ওই বজবাহাদুরের বীরত্বে ফিবে পেয়েছ গড়মণ্ডল, আর বাদশাহ আকববেব মহত্বে ফিরে পেলে তোমার সন্তান।

সকলে। জয় মহারাণী দুর্গাবতীর জয়।

দুর্গা। না-না—আজ আমার জয় নয়,—আজ বজবাহাদুরের জয়—বাদশাহ আকবরের জয়। এই বীরত্ব ও মহত্বের কাছে·· রাণী দুর্গাবতীর আজ পরাজয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গড়মণ্ডলের প্রাসাদচত্বর।

জ্যোৎস্না রাত্রি ; রূপমতী একাকিনী গান গাহিতেছেন—

যখন রব না আমি খেলা হবে অবসান ;
আমারে ভুলিয়া যেয়ো, ভুলে যেয়ো, ভুলে যেয়ো মোর গান ॥
তব ফাল্গুণ ফুলবনে ফুটিবে চামেলী হেনা
নিভৃতে যে গেল চলে সে শুধু ফিরিবে না।
যদি কভু অকারণে মোরে তব পড়ে মনে
আঁখি কোলে যদি দোলে এতটুকু আঁখিজল…সেই মোর দিও দান।

(গানের শেষে বজবাহাদুরের প্রবেশ)

বজ। রূপমতি—রূপমতি! একি! তোমার চোখে জল! তুমি কাঁদছ রূপমতি!

রূপ। প্রিয়তম, এ যুদ্ধের পরিণাম কি? আমাদের কি হবে?

বজ। পরিণাম কি হবে…সে জানেন জগদীশ্বর! সে কথা ভেবে তুমি আজ চোখের জল ফেল না রূপমতী!

রূপ। প্রিয়—

বজ। দেখ, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশ…বাতাসে মিশে আসছে নিশিগন্ধার বক্ষসুরভি! এমনি রাত্রে… মনে পড়ে রূপমতী, এমন রাত্রে আমরা কোনদিনই ঘরে থাকতুম না!

রূপ। ভুলব না—সে নৈশ-অভিযানের কথা কোনদিনই ভুলতে পারবো না! পাহাড়, প্রান্তর, নদনদী পেরিয়ে সেই আমাদের গোপন অভিসার! সে আজ স্বপ্ন বলে বোধ হয়! হোক স্বপ্ন তবু বড় মধুর—বড় মোহনীয়।

বজ। রূপমতী—রূপমতী,—যাবে—যাবে আবার আজ তেমনি করে আমার সঙ্গে?

রূপ। আজ!

বজ। ঘুমন্ত নগরী—কেউ জানবে না—দেখবে না—শুধু তুমি আর আমি।

রূপ। তুমি আর আমি! শুধু তুমি আর আমি! যাবো প্রিয়তম!

(নেপথ্যে কোলাহল)

বজ। ওকি; কিসের কোলাহল?

(প্রহরীব প্রবেশ)

প্রহরী। মোগলসৈন্য আবার কেল্লা আক্রমণ করেছে হুজুর।

[প্রহরীর প্রস্থান

রূপ। আবার মোগল?

বজ। আমি জানতুম রূপমতী, সেই একবারে পরাজিত হয়েই দুর্দ্ধর্ষ মোগল কখনো যুদ্ধে বিরত হবে না…পূর্ণোদ্যমে আবার আক্রমণ করবে গড়মণ্ডল। কিন্তু এত শীঘ্র পুনরাক্রমণ করবে.. তা ভাবিনি।

রূপ। প্রিয়তম—

বজ। হ'লনা রূপমতী, তোমাকে নিয়ে এজীবনে আর বুঝি কখনো নৈশ-অভিযানে যেতে পারলুম না! রূপমতী, এবার বিদায় দাও আমায়।

রূপ। এসো প্রভু, রাণী দুর্গাবতীর কাছে যে অপরাধে অপরাধী আমরা… তার প্রায়শ্চিত্তের এ সুযোগ কথনো হারিয়ো না প্রিয়তম!

বজ। রূপমতী, রূপমতী, কেন জানিনা, আমার মন বলছে, বুঝি আর আমাদের কোনদিন দেখা হবে না!

রূপ। হবে, এ জন্মে না হোক—জন্মান্তরে হবে। ওই মোগল সৈন্যের জয়ধ্বনি! এসো প্রভু! (বজবাহাদুরের প্রস্থান) দেখা হবে না, আমরা আর থাকব না! আমরা না থাকি, তবু তো জেগে রইবে, আমাদের ভালবাসা! সে ভালবাসা বন-মর্ম্মর। পৃথিবীর বেণুবনে যখনি বাতাস বইবে·· ওগো প্রিয়—ওগো প্রিয়তম, আমাদের সে প্রেম বনমর্ম্মরের মত জেগে উঠবে বর্ষে বর্ষে—যুগে যুগে—দেশ-দেশান্তরে।

(ইসমাইলখাঁর প্রবেশ)

ইস। মহারাণী—

রূপ। কে! ওঃ! মালব-সেনাপতি ইস্‌মাইল খাঁ! কি সংবাদ?

ইস্। আমি মালব থেকে এইমাত্র ফিবে আসছি মহারাণী!

রূপ। মালব? কি সংবাদ আমার মালবের? গুলনেয়াব পায়রা উড়িয়ে দিয়েছিল মোগল শিবির হতে। গড়মণ্ডলের ভয়ঙ্কর বিপদের কথা শুনে আমরা সেই মুহূর্ত্তে সসৈন্যে রওনা হয়ে এলুম এই গড়মণ্ডল; তারপর কোন সংবাদ রাখিনা মালবের। বল ইস্‌মাইল খাঁ, মালব-রাজ্যের কুশল তো?

ইস্। কুশল! হ্যাঁ, কুশলই বটে! মালবের চিহ্নমাত্র নেই মহারাণী!

রূপ। সে কি?

ইস্। আমরা গড়মণ্ডলকে সাহায্য করছি বলে ক্রুদ্ধ মোগল সেনাপতি পীরমহম্মদ বিপুল সেনাদল প্রেরণ করেছিল মালবের বিরুদ্ধে; তার সঙ্গে এসে যোগ দিল নূতন মনসবদার আদম খাঁন—

রূপ। তারপর— তারপর! যুদ্ধে তোমরা পরাজিত হলে?

ইস্। শুধু পরাজয় নয় মহারাণী, সমস্ত মালব রাজ্য তারা আগুন জ্বালিয়ে ধ্বংস করেছে ; বালক-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে নিম্মমভাবে হত্যা করেছে।

রূপ। ওঃ বোলনা—বোলনা—আর আমি শুনতে পারি না ইস্মাইল খাঁ, যাও…তুমি যাও—

[ইস্মাইলের প্রস্থান

আমার মালব—আমার সোনার মালব—আমার কৈশোরের খেলাঘর—আমার যৌবনের স্বপ্নকুঞ্জ ! সব গেল—সব শেষ হয়ে গেল !

(ইসমাইলের পুনঃপ্রবেশ)

ইস্। মহারাণী, শত্রু দুর্গ-প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলেছে, এস্থান আর নিরাপদ নয়। চলে আসুন মহারাণী।

[প্রস্থান

রূপ। আসুক শত্রু—আর আমি ভয় করি না। আমার সবই যখন গেছে—তখন আর আমার কাকে ভয় ?

(পীরমহম্মদের প্রবেশ)

পীর। কাকে ভয় খাপ্সুরৎ বিবি !

রূপ। কে ! ওঃ, তুমি ! পয়জারের দাগ পিঠ থেকে মিলিয়ে গেছে শয়তান ?

পীর। বেগম সাহেবা,—পিঠের দাগ এখনো মিলিয়ে যায় নি। তাইতো আজও তোমায় ভুলতে পারিনি ! এসো, এবার ধরা দাও—

রূপ। আমায় ধরবে ! ঐ দেখছো ?

পীর। কি ! ওকি, ওখানে আগুণ জ্বলে উঠল কেন ?

রূপ। আমি বজবাহাদুরের পত্নী হলেও—রাজপুত নারী। আগ্রার বিলাস-কক্ষে এত রকম সুন্দরী তরুণীর নৃত্য দেখছো—কিন্তু রাজপুত-

নারীর আগুনের নাচ দেখনি খাঁ সাহেব! এসো, পার যদি আমার সঙ্গে ঐ আগুনের নাচ নাচবে! অগ্নি নৃত্য···বুঝেছ খাঁ সাহেব,—অগ্নি নৃত্য—

[ছুটিয়া প্রস্থান

পীর। বেগম সাহেবা—বেগম সাহেবা! কি সর্ব্বনাশ! আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ল বেগম সাহেবা?

তৃতীয় দৃশ্য

আগ্রা-প্রাসাদ

নেপথ্যে যন্ত্রসঙ্গীত; আকবর একাকী পাদচারণ করিতেছিলেন।

(সেলিমার প্রবেশ)

সেলিমা। হজরৎ—

আক। কে? সেলিমা!

সেলিমা। রাত্রি অনেক হ'ল·· আর কতক্ষণ একাকী পাদচারণ ক'রবেন? আসুন, এবার বিশ্রাম করবেন।

আক। বিশ্রাম! বিশ্রাম আমার নেই সেলিমা! তুমি যাও, ঘুমোও গে।

সেলিমা। হজরৎ—

আক। অনেক বিশ্রাম করেছি সেলিমা! আমার সেই বিশ্রামের অবকাশে যত বিষধর সর্প চতুর্দিক হতে ফণা তুলেছে, তাদের দংশনে মোগল-সাম্রাজ্য জীর্ণ হয়ে গেল সেলিমা! রাজত্ব বুঝি আর রাখতে পারলুম না!

সেলিমা সে কি হজরৎ ?

আক। ঐ পীরমহম্মদ আর তার সঙ্গে মিলিত হয়ে অপদার্থ আদমখান গিয়েছিল মালব বিজয় করতে। চরম পশুত্বের পরিচয় দিয়ে এসেছে তারা মালবে। সমস্ত দেশ অগ্নি-দগ্ধ…ভস্মীভূত, স্ত্রীপুত্র বালক বৃদ্ধ নিহত, তোমায় কি আর বলব সেলিমা, এমন কি গৃহবধূদের পর্য্যন্ত তারা—

সেলিমা ।ৎ—হজরৎ—

আক।--রূপমতী! বজবাহাদুরের প্রিয়তমা-বধূ আমাব ভগ্নী-স্থানীয়া সেই রূপমতী—পীরমহম্মদের কবল হতে মুক্তি পাবার জন্যে সেই ভগ্নী আমার প্রজ্জ্বলিত চিতানলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দিল!

সেলিমা শাস্তি দিন…ওদের শাস্তি দিন—নইলে আপনার পবিত্র নামে কলঙ্ক লাগবে প্রভু!

আক। শাস্তি! পশুর শাস্তিও হবে পাশবিক, পীরমহম্মদকে আমি গ্রেপ্তার করে আনিয়েছি সেলিমা। হুকুম দিয়েছি আমার কারারক্ষীকে… সেই জানোয়ারটাকে ধরে সলিল গর্ভে নিমজ্জিত করতে—কাণ পেতে শোন—শুনছো তার আর্ত্তনাদ! অবরুদ্ধ নিঃশ্বাসে তিলে তিলে মৃত্যু-যাতনা ভোগ করছে দুর্গনিম্নের কূপমধ্যে সেই বর্ব্বর পীরমহম্মদ।

সেলিমা প্রভু—

আক। এবার বাকী রইল অপদার্থ আদম খান! তাকে ধরতে পারলে—

সেলিম। এ কি! কে আর্ত্তনাদ করে উঠল প্রভু—

আক। আর্ত্তনাদ! ওদিকে যে আমার প্রিয়বন্ধু সামসুদ্দিনের বিশ্রাম গৃহ! ওখান হতে কে আর্ত্তনাদ করলে—

(রক্তাক্ত আদমখানের প্রবেশ)

আদম। সামসুদ্দিনখানের দুনিয়ার খেলা ফুরলো ভাই সাহেব! কেমন মজা! হাঃ হাঃ-হাঃ—

আক। আদমখান! তোমার হস্তে রক্তাক্ত ছুরিকা—

আদম। বললুম তো সামসুদ্দিনখানের (সুরে) ভবের খেলা সাঙ্গ হল—

আক। তুমি তাকে হত্যা করেছ!

আদম। আলবৎ করেছি!

আক। ওঃ...সামসুদ্দিন প্রিয়-বন্ধু আমার!

আদম। বন্ধুর দুঃখেই গলে পড়লে ভাই সাহেব? ভাইএর দুঃখটা বুঝি কিছু নয়? মালব পর্যান্ত সারা দেশটা ঘুরে এলুম কত সুন্দরী তরুণী রাজ্যজোড়া কত মজা লোটবার জায়গা। আমার রাজত্ব করতে সাধ গেল। তাই আগ্রায় ফিরে এসে সামসুদ্দিনকে বললুম—দেখ, দলিল দস্তাবেজ থেকে বাদশাহ আকবরের নাম কেটে দাও, তার জায়গায় লেখ বাদশাহ আদম খাঁ কিছুতেই শুনলে না! তাইতো আমি তাকে ছুরী বসিয়ে দিলুম। ভাল করিনি ভাইসাহেব?

সেলিমা। তুমি যাও আদম খাঁ, এখান থেকে চলে যাও!

আদম। চলে যাব!...ভাই সাহেব, তাহলে রাজ্যটা আমার নামে লিখে দাও। ...নইলে, এই দেখছো?— (ছুরী দেখাইল)

আক। আমায় হত্যা করবে!

আদম। বাধ্য হয়ে করবো! নইলে· দেখছ? দাও, তুমি আমার সোনার ভাইসাহেব।

আক। ভাইসাহেব! ভাইসাহেব—(চপেটাঘাত ; আদম খাঁ পড়িয়া গেল)

আদম। আমায় মারলে তুমি! আচ্ছা, চললুম আমি আম্মার কাছে। আম্মা —আম্মা—

আক। কৈ হ্যায়—এই অপদার্থ টাকে ধরে নিয়ে যা ; ছুঁড়ে ফেল দুর্গনিম্নের পাষাণ ফলক ওপরে—

আদম। আম্মা—আম্মা—

[আদম খানকে ধরিয়া লইয়া প্রহরীর প্রস্থান

(মাহুম আঙ্গার প্রবেশ)

মাহুম। আদম খাঁ, আমার আদম খাঁ,—ওঃ! একি করলে আকবর! প্রাসাদনিম্নে চূর্ণ হল আদম খাঁ!

আক। অপরাধীর শাস্তি আঙ্গা—

মাহুম। ওঃ! শেষে আমার পুত্রের এই পরিণাম হল!

আক। মাহুম আঙ্গা, আদম খাঁ তোমার পুত্র···আর আমার ভাই···যে ভাইয়ের সঙ্গে শিশুকাল হতে একসাথে বর্দ্ধিত হয়েছি! আদমখাঁনের পরিণাম শুনিয়ে তুমি আমার প্রাণে অনুকম্পা জাগাতে চেয়ো না। যাও আঙ্গা, আমি সম্রাট—আমি আমার কর্ত্তব্য করেছি।

মাহুম। হ্যাঁ—ঠিক—তুমি সম্রাট···তুমি ঠিকই করেছ···ঠিকই করেছ—

[প্রস্থান

সেলিমা। শাহান শা! আর নয়—আর এমন করে জীব-হত্যার প্রয়োজন নেই। যুদ্ধ ক্ষেত্রে আপনার সৈনাধ্যক্ষেরা বিজীত-জাতির ওপর যখন বর্ব্বর পশুর ন্যায় আচরণ করছে—তখন আপনি যুদ্ধ বন্ধ করুন। গড়মণ্ডলের সমরাগ্নি নির্ব্বাপিত করুন!

আক। যুদ্ধ বন্ধ করব! আমার বুকের ভেতর চেঙ্গিস্ খান, তাইমুরলঙ্গের রণ-দুন্দুভির আওয়াজ পাই। তারা আমায় উত্তেজিত করে যুদ্ধে!···বিশেষতঃ রাণী দুর্গাবতীর মত বীরাঙ্গনা—তার সঙ্গে

যুদ্ধ করেও আনন্দ আছে সেলিমা ! তাই— তাই ভেবেছিলুম— হোক—যুদ্ধ হোক—কিন্তু—।

সেলিমা। কিন্তু—

আক। কিন্তু তোমাব কথাই সত্য সেলিমা,—এতো যুদ্ধ হচ্ছে না— এ হচ্ছে বর্ব্ববতা—মোগল, শক্তির পশুবৃত্তি ! হ্যাঁ, এ-যুদ্ধ আমি বন্ধ কবব—কৈ হ্যায়—

(আলীহায়দারীর প্রবেশ)

আলীহায়দাবী। এই মুহূর্ত্তে ধেয়ে যাও গড়মণ্ডলে, সেনাপতি আসফ খাঁকে আমাব আদেশ জানাও—যুদ্ধ স্থগিত বইবে। এই আদেশ জানাবাব পব মুহূর্ত্তে যদি এক বিন্দু রক্ত পাত হয়— তা হলে স্মরণ কবিযে দেবে আসফ খাঁকে—যাবা গড়মণ্ডলে যুদ্ধক্ষেত্রে গিযেছিল -তাদেব একপ্রাণী বেহাই পাবে না— সবাইকে পাষাণ প্রাচীব গাত্রে জীবন্ত প্রোথিত কর্ব্ব। যাও ·· —না—না আলি হায়দারী—আলি হায়দাবী—

(আলি হায়দারীব প্রবেশ)

আমাব হাতী সাজাতে বল—বণ বাদ্য—বণ বাদ্য—

[হায়দারীর প্রস্থান

[আকবর প্রস্থানোদ্যত

সেলিমা। এই গভীব বাত্রে আপনি কোথায় যাবেন প্রভু ?—

আক। কারুকে বিশ্বাস নেই—আজ আমাব কাককে বিশ্বাস নেই সেলিমা ! তাই নিজে যাবো গড়মণ্ডলে যুদ্ধাগ্নি নির্ব্বাপিত করে দিতে।

চতুর্থ দৃশ্য

(গড়মণ্ডল দুর্গের সম্মুখ ভাগ)

নেপথ্যে রণবাদ্য…কোলাহল—অধর ও রাণী দুর্গাবতী।

অধর। মহারাণী—মহারাণী দুর্গাবতী! কুমার কিশোর বীর নারায়ণ—

দুর্গা। —আমি বুঝেছি—বুঝেছি অধর,—বীর নারায়ণ নেই—

অধর। মাতাজী, আপনি কাতর হবেন না—আপনি কাতর হলে এ বিপদের সময়—

দুর্গা। কাতর! কাতরতা দেখছো অধর,—রাণী দুর্গাবতীর—! তাকিয়ে দেখতো—তাকিয়ে দেখতো আমার চোখের দিকে…একবিন্দু অশ্রু জলের আভাস আছে এখানে! সব শুকিয়ে গেছে—আগুণে শুকিয়ে গেছে—

অধর মাতাজী—

দুর্গা। হতভাগ্য ভারতের যুগ-সঞ্চিত পরাধীনতার বেদনা-জর্জ্জরিত যে বক্ষ—সে বুকে এক সন্তান বিয়োগে কাতরতা জাগে না অধর! বীর-শ্রেষ্ঠ কুমার আমার—স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মাহুতি দিয়েছে—এ আমার গৌরব—এ আমার আনন্দ—

অধর। মাতাজী -

দুর্গা। যাও, বীর নারায়ণ গেছে যাক…পুণ্যময়ী রূপমতী গেছে যাক—দুঃখ কি অধর, সবাই যাবো বীরারাধ্য সেই অমৃতলোকে সবাই যাবো আমরা! এসো, ঝাঁপিয়ে পড়ি—প্রজ্জ্বলিত সমরানলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। এই দেহে একবিন্দু শোণিত থাকতে বিজয়ী মোগলকে গড়মণ্ডলায় পৌছুতে দেবনা—কিছুতে দেবনা—

[উভয়ের প্রস্থান

(বজবাহাদুরের প্রবেশ)

বজ। কে আছ—জল—ওঃ—পার্চ্ছিনা—বড় পিপাসা···কে আছ···জল দাও—একবিন্দু জল দাও—

(বিক্রমজিতের জলসহ প্রবেশ)

বিক্রম। একি! মালব পতি!

বজ। কে—

বিক্রম। গড়মণ্ডলের সেনাপতি বিক্রমজিৎ···আপনার জন্যে জল এনেছি আমি -

বজ। জল! দাও আমায় দাও—বড় পিপাসা—জল দাও (পান করিতে গিয়া থামিল) না—নিয়ে যাও -

বিক্রম। কেন মালবপতি!

বজ। আমি নিজের কাণে শুনেছি, কুমার কিশোর বীর নারায়ণ "জল জল" বলে চীৎকার করেছিল--সে জল পান কর্ত্তে পারে নি!
মত্ত মাতঙ্গের মত বিপুল বিক্রমে অগনণ মোগল সেনা বিদলিত করে ···ক্ষত-বিক্ষত-দেহ সেই···কিশোর সিংহ "পিপাসা···বড় পিপাসা" বলে মাটীতে লুটিয়ে পড়ল! আর সে উঠলো না! অতি কষ্টে জল নিয়ে তার কাছে গেলুম, কুমার···কুমার···বলে কত ডাকলুম! তার ঘুম ভাঙ্গল না। সে পিপাসা নিয়ে গেল, কোন প্রাণে আমি জল পান করব? চাইনা, জল নিয়ে যাও—নিয়ে যাও—হ্যাঁ —অস্ত্র···আমার অস্ত্র ভেঙ্গে গেছে···একখানি অস্ত্র দিতে পার বিক্রমজিৎ?

বিক্রম। অস্ত্র দিয়ে কি হবে! আপনি আহত···উঠ্‌তে পাচ্ছেন না···বিশ্রাম করবেন চলুন।

বজ্র। না, অস্ত্র দাও···উঠতে পারব · এখনো বহু শত্রু ধ্বংস করতে পারব ! ঐ দেখ ·ঐ দেখ সাগর স্রোতের ন্যায় সীমাহীন মোগল বাহিনী ! তার মধ্যে বেগবান অশ্বপৃষ্ঠে মহারাণী দুর্গাবতী ! ঐ দেখ, কি ক্ষীপ্রকরে অস্ত্র চালনা ! শত শত শত্রু সৈন্য নিহত করে তড়িৎ গতিতে ছুটে চলেছেন মহারাণী···দিগ-দিগন্তে ধ্বংসের মূর্ত্তি নিয়ে ! ওকি হল ! মহারাণী অকস্মাৎ বাণ-বিদ্ধ ! ঐ ঐ আর একটা তীর বামবাহু দক্ষিণবাহু · কণ্ঠদেশে তবু ভ্রূক্ষেপ নাই··একি রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি। আমি যাই মহারাণীর পার্শ্বে ছুটে যাই, মাতাজী, মাতাজী !

[প্রস্থান

(অধরের প্রবেশ)

অধর। ভীষণ সন্ধিক্ষণ ! এ কাল যুদ্ধে আর যদি দুইদণ্ড কোন রকমে টিকে থাকতে পারি জয় আমাদের সুনিশ্চিত। আহত ক্লান্ত মোগল গড়মণ্ডলের মহারাণীর অপূর্ব্ব রণদক্ষতা দেখে ওরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত ! ওদেরও বিশ্বাস হয়েছে মহারাণী মানবী নন্; কোন এক অলৌকিক শক্তিময়ী দেবী ! আর দুইদণ্ড · দুইদণ্ড যদি কোনো রকমে স্থির থাকতে পারি আমরা—-

(আহত রাণী দুর্গাবতীর প্রবেশ)

দুর্গা। আর বুঝি হলনা অধর, আর বুঝি গড়মণ্ডল রক্ষা করতে পারলুম না।

অধর। মাতাজী—মাতাজী, একি ! আপনার সর্ব্বাঙ্গে এমন মর্ম্মান্তিক আঘাত—

দুর্গা। কিসের আঘাত অধর ! এরচেয়ে বহু মর্ম্মান্তিক আঘাত... আমার সোনার গড়মণ্ডলেব বুকে—

(বজ বাহাদুরের প্রবেশ)

বজ। মাতাজী—মাতাজী, সব গেল···নূতন মোগল সৈন্য এসে যোগ দিয়েছে ওদের সঙ্গে···ধেয়ে আসছে তারা এই দিকপানে ! কি হবে মাতাজী !

দুর্গা। এই দিকে আসছে ! প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, আমি জীবিত থাকতে গড়মণ্ডলে মোগলকে প্রবেশ করতে দেবনা। কিছুতে যখন ওদের বাধাদিতে পারলুম না···তখন অধর, পার—পার আমার বুকে এই শানিত ছুরিকা বিদ্ধ করতে—

অধর। মাতাজী—মাতাজী !

দুর্গা। ছিঃ, কেঁদ না সৈনিক ! এ হবে সন্তানের কাজ...তোমাদের মাতাজী দুর্গাবতীর মুক্তি ! দাও...আমার বুকে তরবারী বসিয়ে দাও— পারবে না ? বজ বাহাদুর, ভাই—

(বজ বাহাদুর মুখ ফিরাইল)

দুর্গা। তুমিও মুখ নত করে রইলে ! ঐ শত্রুর জয়ধ্বনি ! এই মুহূর্ত্তে প্রবেশ করবে তারা গড়মণ্ডল ! অধর···বজ বাহাদুর···ভাই ! বেশ ! তোমরা যদি না পার···ক্ষত্রিয় বীরাঙ্গনা আমি···নিজহস্তে এ ছুরিকা রঞ্জিত করি আমারই রক্তে !

(অস্ত্রাঘাত)

(আকবরের ছুটিয়া প্রবেশ)

আক। ক্ষান্ত হও.. ক্ষান্ত হও মহারাণী...একি সর্ব্বনাশ !

দুর্গা। আকবর বাদশাহ! এসেছ! এই দেখ, আত্মাহুতি দিয়েছি…কিন্তু আত্ম-বিক্রয় করিনি—

আক। মহারাণী, আমি তো এ আত্মাহুতি নিতে আসিনি ..আমি দূর হতে তোমায় অভিবাদন করে চির তরে চলে যেতে চেয়েছিলুম তোমার স্বদেশের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে! একি করলে মহারাণী! একি করলে তুমি!

দুর্গা। আমায়…আমায় একটু তুলে ধর অধর! আমি উঠতে পার্চ্ছিনা… তুলে ধর।

আক। মহারাণী—

দুর্গা। একি! হিন্দুস্থানের বাদশাহের চোখে জল! . মহামহিম বাদশাহ, মহামানব আকবরশা, আমার বিদায়ক্ষণে তুমি অশ্রুজল ফেলনা। আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে—ঐ অস্ত-দিগন্তের আলোয় দেখছি . সম্মুখে আমার লক্ষ কোটী নর-কঙ্কালের-স্তূপ!…আমার ভারতবর্ষ শ্মশান হয়ে গেছে! এই শ্মশানের ওপর তুমি যেন রচনা করতে পার মিলিত-হিন্দু-মুসলমানের প্রীতির অম্লান কুসুম-মালঞ্চ। তার সুগন্ধ পরিব্যপ্ত হোক্ সমস্ত এসিয়া খণ্ড—এসিয়া ছাড়িয়ে সমুদ্র-মেখলা সমগ্র বসুমতী।

যবনিকা